ইসরাইলি হামলায় জীবন্ত পুড়ে মারা গেলেন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক

সারে-জমিন

সবুজসাথী সাইকেল নিতে গুনতে হচ্ছে সাইকেল পিছু ১০০ টাকা!

রূপসী বাংলা

ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্সেস-এর ফেলো নির্বাচিত বাঙালি গবেষক

সম্পাদকীয়

স্কুল থেকে ৬ শিক্ষকের চাকরি যাওয়ায় হতাশ পড়ুয়ারা

সাধারণ

বিশেষ ছকে কাজ হচ্ছে কোহলির বেঙ্গালুরুর

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৯ এপ্রিল, ২০২৫
২৫ চৈত্র ১৪৩১
১০ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 95 ■ Daily APONZONE ■ 9 April 2025 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের সাংবিধানিক বৈধতা খতিয়ে দেখবে সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্ট সম্ভবত ১৫ এপ্রিল ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি করবে। মঙ্গলবার অবশ্য কেন্দ্র শীর্ষ আদালতে একটি ক্যাভিয়েট দাখিল করেছে এবং এই বিষয়ে কোনও নির্দেশ দেওয়ার আগে শুনানির আবেদন করেছে। উচ্চ আদালত এবং শীর্ষ আদালতে একটি পক্ষ দ্বারা ক্যাভিয়েট দায়ের করা হয় যাতে এটি না শুনে কোনও আদেশ পাস না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য।

এরই মধ্যে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহে সংসদে পাস হওয়া ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হয়েছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "ওয়াকফ (সংশোধন) আইন, ২০২৫ (২০২৫ সালের ১৪) এর ধারা ১ এর উপধারা (২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বারা এই আইনের বিধানগুলি কার্যকর হওয়ার তারিখ হিসাবে এপ্রিল, ২০২৫ এর ৮ তারিখ নির্ধারণ করেছে।"

বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ও জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দ সহ ১০টিরও বেশি পিটিশন নতুন ওয়াকফ আইনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে দায়ের করা হয়েছিল। আইনজীবীরা জানিয়েছেন, আবেদনগুলি ১৫ এপ্রিল একটি বেঞ্চে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হতে পারে। যদিও এটি এখনও শীর্ষ আদালতের ওয়েবসাইটে প্রতিফলিত হয়নি। ৭ এপ্রিল প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বলকে আবেদনগুলি তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দেয়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৫ এপ্রিল ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৫-এ তার সম্মতি দিয়েছিলেন। রাজ্যসভায় ১২৮ জন সদস্য এর পক্ষে এবং ৯৫ জন বিপক্ষে ভোট দেন। আর লোকসভায় ২৮৮ জন সদস্য এর পক্ষে এবং ২৩২ জন এর বিপক্ষে ভোট দিয়ে বিলটি পাস করেন।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় অশান্তি, বন্ধ ইন্টারনেটে

বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ ঘিরে উত্তাল জঙ্গিপুর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ এলাকার ওমরপুর মোড় এলাকা। প্রতিবাদ বিক্ষোভের কারণে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক বরাবর ওমরপুর কিছুক্ষণের জন্য পুরো অবরুদ্ধ হয়ে যায়। যদিও পুলিশের দাবি, অনেক বোঝানোর পরেও পথ অবরোধকারীরা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে রাখে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের সদস্যসহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল ব্যবহার করে। বিক্ষোভকারী উত্তেজিত জনতা তখন পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে ও পরপর দুটি পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে। স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলেছেন, ওয়াকফ বিল নিয়ে শান্তিপূর্ণ মিছিল ও বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশ অযথা লাঠি চার্জ করে। তার ফলে বিক্ষোভকারীরা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের গাড়ি আক্রমণ করে। পুলিশ লাঠিচার্জ না করলে এমন পরিস্থিতি ঘটত না বলে ওমরপুরের বাসিন্দারা বলছেন। এ ক্ষেত্রে আঙুল তোলা হয়েছে এক শ্রেণির পুলিশের দিকে। তবে, এই প্রথম লাঠিচার্জ করে প্রতিবাদকারীদের হঠিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেনি, সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলার সুতির নিমতিতা স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ ট্রেন অবরোধ থাকার পর আরপিএফ রাতে লাঠিচার্জ করে অবরোধ হটিয়ে দেয়। সেই সময় আরপিএফ-এর সঙ্গে নিমতিতা স্টেশনে অবরোধকারীদের তুমুল সংঘর্ষ বাধে।

রেল অবরোধের দরুন দূরপাল্লার ট্রেন আটকে যায় নিমতিতা সহ বিভিন্ন স্টেশনে। তবে, মঙ্গলবার ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদকারী বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের লাঠিচালনার ঘটনা পরিস্থিতি ঘোরালো করে তোলে।

এ ব্যাপারে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র জানিয়েছেন, কিছু সংগঠন ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দিয়েছিল এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিল। পুলিশ অবরোধ তুলে নিতে গেলে এ ঘটনা ঘটে। তবে এখন পুলিশ এলাকায় টহল দিচ্ছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

জঙ্গিপুরে ওয়াকফ আইন প্রত্যাহার দাবিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রঘুনাথগঞ্জ ও সুতি- দুই জায়গায় ১৬৩ ধারা আইন জারি করা হয়েছে জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ ও সুতিতে ১৬৩ ধারা আইন জারি করা হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি আগামী ১১ তারিখ পর্যন্ত জেলার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে জানানো হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

এদিকে রাজ্য পুলিশের তরফে এক বার্তায় বলা হয়েছে, জঙ্গিপুরের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জাতীয় সড়কে যান চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক রয়েছে। যারা হিংসায় মদত দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে কোন ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় জানিয়েছেন, পুলিশের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে শান্তি বজায় রাখার আবেদন করা হচ্ছে। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আমাদের সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান এখন দিল্লিতে। সেখান থেকে এক ভিডিও বার্তায় করজোড়ে আবেদন জানান, কেউ যাতে আইন নিজের হাতে তুলে না নেন। কোনও ধরনের প্ররোচনায় যেন কেউ পা না দেন, তা নিয়ে সতর্ক বার্তা দেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি যাতে বজায় থাকে তার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান সাংসদ খলিলুর রহমান।

তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেন বলেন, আমি শান্তির বার্তা দিয়েছি। মানুষ বিষয়টি নিয়ে বিরক্ত এবং প্রতিবাদ করছে। আমরা জনগণের সঙ্গে আছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের সঙ্গে রয়েছেন। তবে আমরা চাই শান্তি বজায় থাকুক। কিছু মানুষ আজ আইন হাতে তুলে নিয়েছে, যার বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। আমি নিজে ৪ এপ্রিল ওই এলাকায় শান্তি মিছিল করেছিলাম, যেখানে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হয়েছিল। তখন এমন পরিস্থিতি ঘটেনি।

যোগ্য শিক্ষকদের জন্য রাষ্ট্রপতিকে চিঠি রাহুল গান্ধির

আপনজন ডেস্ক: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অনুরোধ করেছেন বাংলার স্কুলগুলির শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীরা যারা "ন্যায্য উপায়ে" তাদের চাকরি পেয়েছেন তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য। প্রাক্তন শিক্ষক রাষ্ট্রপতিকে লেখা চিঠিতে রাহুল লিখেছেন, আপনি নিজে শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। আমি নিশ্চিত আপনি শিক্ষকদের, তাদের পরিবার ও শিক্ষার্থীদের প্রতি এই অবিচারের বিশাল মানবিক মূল্য বুঝতে পেরেছেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি দয়া করে তাদের অনুরোধটি বিশেষভাবে বিবেচনা করুন এবং ন্যায্য উপায়ে নির্বাচিত প্রার্থীদের চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তাই এই বিষয়ে আপনার হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করছি।

রাহুল বলেন, যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষকদের সাথে সমান আচরণ করা অন্যায় হবে। সুপ্রিম কোর্ট ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়াকে 'বেআইনি' আখ্যা দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে বহাল রাখার একদিন পর শনিবার নয়াদিল্লিতে রাহুলের সঙ্গে দেখা করেন পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট উভয়ই রাজ্য সরকার এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিল যারা যথাযথ প্রক্রিয়ায়

চাকরি পেয়েছে তাদের এবং যারা চাকরি কিনেছেন বলে অভিযোগ তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করতে।

রাহুল তার এক্স (প্রাক্তন টুইটার) হ্যান্ডেলে লিখেছেন, বিচার বিভাগ কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করার ফলে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার যোগ্য স্কুল শিক্ষক যারা চাকরি হারিয়েছেন, তাদের বিষয়ে আমি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে তাঁর সদয় হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি লিখেছি। কলকাতা হাইকোর্ট শিক্ষক নিয়োগে গুরুতর অনিয়ম খুঁজে পায় এবং পুরো প্রক্রিয়াটিকে বাতিল ঘোষণা করে। গত ৩ এপ্রিল হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন আপিল বিভাগ। রায়ের পর থেকে যে শিক্ষক ও কর্মীরা চাকরিচ্যুত হতে চলেছেন, তারা কোনও প্রতিকারের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। রাহুল লিখেছেন, উভয় রায়ে দেখা গেছে যে কিছু প্রার্থী নিষ্কলঙ্ক এবং তাদেরকে ন্যায্য উপায়ে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং কিছু 'দুর্নীতিগ্রস্ত' প্রার্থীকে অন্যায্য উপায়ে নির্বাচিত করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে সমান আচরণ করা গুরুতর অন্যায়।

প্রথম নজর

ঔষধের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিল নহাটায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গোপালনগর

আপনজন: ঔষধের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদে নেমেছেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি সমস্ত ব্লক ও আঞ্চলিক নেতৃত্বরাও প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। এ দিন চৌবেড়িয়া-২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। চৌবেড়িয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি সৌমেন সুতারের নেতৃত্বে কয়েকশো মানুষ নহাটা প্রাইমারি থেকে শুরু করে প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকা পরিক্রমা করেন। প্রতিবাদ মিছিল শেষ হয় নহাটা হাইস্কুল মোড়ে। প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়ে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগানে সরব হন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারি রাখার কথা জানান তৃণমূলের ছাত্রনেতা সৌমেন সুতার। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য শম্পা মন্ডল, নহাটা আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান অনিল রায় সহ সর্বস্তরের তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু এক হল এক ব্যক্তির। মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার মাজু স্টেশনের কাছে ওই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, এদিন সকালে মাজু স্টেশনের কাছে আমতা-হাওড়া লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান ওই ব্যক্তি। স্থানীয় বাসিন্দারাই পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, ডাউন আমতা-হাওড়া লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান ওই ব্যক্তি।

আবাস বন্ধুদের বকেয়া টাকা, কাজ বহালের দাবিতে ডেপুটেশন

নকিব উদ্দিন গাজী ● কলকাতা

আপনজন: বাংলার আবাস বন্ধুর সংগঠনের পক্ষ থেকে, সল্টলেকে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন সচিব কার্যালয়ে আজ একাধিক দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখালো বাংলার আবাস বন্ধুর সংগঠনের সদস্যরা। বাংলা আবাস যোজনা বন্ধু তাদের ন্যায্য কাজের টাকা দীর্ঘদিন দেয়নি, বাংলা আবাস যোজনা বন্ধুদেরকে রাজ্য টাকা না দেওয়ার কারণে এই বিক্ষোভ দীর্ঘ ৩ বছর ধরে তাদের টাকা দিচ্ছে না বকেয়া টাকার দাবি তুলে ওই বিক্ষোভ।
পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে এই বাংলার আবাস যোজনা বন্ধুরা তাদেরকে স্থায়ীকরণ করতে হবে। ২০১৮ সালে বাংলার আবাস যোজনার যে সার্ভে হয় সেই সারবেতে কাজ করেছিল কয়েক হাজার যুবক যুবতি। যে প্রকল্পে কাজ নেই দীর্ঘদিন ধরে কাজ চলছে সেই প্রকল্পের আবাস ঘরের কাজ শুরু হয়েছে। তারপরেও ন্যায্য টাকা দেয়নি অথচ বলছে সরকারিভাবে তাদের টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। কাজ করার পরে টাকা না পাওয়ার ফলে এই বৃক্ষ।
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের এই কাতর আবেদন যাতে তাদের বকেয়া টাকা দেওয়া হয় এবং কাজের জন্য বহাল রাখা হয়।
আগে যেভাবে কাজ করত সেভাবে কাজ করাতে হবে এইসব আবাস বন্ধুদের।

মিছিলে ইসরায়েলি পতাকা ব্যবহার অর্জুন সিংয়ের, এফআইআর বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাটপাড়া

আপনজন:এবার মিছিলে ইসরায়েলের পতাকা ব্যবহার করায় অর্জুন সিং - এর বিরুদ্ধে এফ আই এর করলেন বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম।রাম নবমী মিছিলে ইসরায়েলের পতাকা হাতে নিয়ে মিছিল অংশ নেওয়ায় প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং ও তার বেশ কয়েকজন অনুগামীর বিরুদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। তিনি মঙ্গলবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে অর্জুন সিং রাম নবমী মিছিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য অন্য দেশ ইসরায়েলের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এতে অশান্তি সৃষ্টি হতেই পারত বলে বিধায়কের দাবি। তাই তিনি অর্জুন সিং - এর বিরুদ্ধে এফ আই আর করেছেন। রামনবমী শোভাযাত্রায় ইসরায়েলের পতাকা থাকায় এফ আই আর দায়ের বিধায়কের। গত ৬ই এপ্রিল হয়ে যাওয়া ভাটপাড়ার রামনবমী শোভাযাত্রায় বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং সহ বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্কু পান্ডের হাতে ইজরায়েলে পতাকা হাতে নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছিল।
আর এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হওয়ায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম ভাটপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং সহ প্রিয়াঙ্গু পান্ডের বিরুদ্ধে।
সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম জানান, রামনবমী শোভাযাত্রায় ইজরায়েলের পতাকা হাতে নিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা উদ্দেশ্য ছিল অর্জুনের বলে তিনি দাবি করেন। তার পাশাপাশি ভারত সহ বাংলার সংস্কৃতি নষ্ট করতে চাইছে বলে অভিযোগ তোলেন।

সবুজসাথী সাইকেল নিতে গুনতে হচ্ছে সাইকেল পিছু ১০০ টাকা!

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: সুবজ সাথী সাইকেল নিতে গুনতে হচ্ছে একশো টাকা সুন্দরবনের কুলতলির একটি স্কুলে।আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প সবুজ সাথী সাইকেল।আর এই প্রকল্পের সাইকেল দিতে সুন্দরবন প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে টাকা এমনই ছবি এবার উঠে এলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি বিধানসভার পাঁচুয়া খালি হাইস্কুলে।
এই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল। আর তাঁর জন্য দিতে হচ্ছে একশো টাকা প্রতি সাইকেল পিছু।
এই নির্দেশ চালু করেছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক।অভিযোগ সবুজ সাথী সাইকেল নিতে গেলে আনতে হবে একশো টাকা ও এক কপি ছবি। অভিভাবকদের অভিযোগ টাকা না দিলে সাইকেল পাওয়া যাচছে না। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা জানাচ্ছেন টাকা না দিলে স্যার বকবে। তাই কোন রশিদ ছাড়াই টাকা দিয়ে তাঁরা নিচ্ছেন সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল।এব্যাপারে পাঁচুয়াখালী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন আমাদের সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল নিয়ে আসতে হয় জামতলা থেকে। গাড়ি খরচ বাবদ এই টাকা আমরা নিয়ে থাকি ছাত্রছাত্রীদের কাছে থেকে, নিয়ম নেই তবুও কিছু করার নেই। এই নিয়ম কোন জেনারেল মিটিং ছাড়াই তিনি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর প্রধান শিক্ষকের ভয়ে সেই টাকা দিচ্ছেন পড়ুয়ারা। কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল এ বিষয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পে সবুজসাথী সাইকেলের টাকা নেওয়া কোন ভাবেই উচিত না। তিনি প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ওই টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করবেন।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রতিবাদ মিছিল ও সভা ডোমকলে

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যর বিভিন্ন জেলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকলে বাবলাবোনা জুম্মা মসজিদে যোহরের নামাজ শেষে ঐতিহাসিক জমায়েত করে মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ হাজির হয় প্রতিবাদ মিছিলে।এদিনের ওয়াকফ সংশোধিত বিলের বিরুদ্ধে জেলার একাধিক মুসলিম সংগঠনের উদ্যোগে হাজার হাজার জনগণের উপস্থিতে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার দুপুরে বাবলাবোনা জুম্মা মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে পায়ে হেঁটে মহকুমা বাস স্ট্যাট পর্যন্ত,মিছিল শেষে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।সেখানে আন্দোলনের নেতৃত্বরা বক্তব্য দেন।পথসভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে সাংসদ আবু তাহের খান বলেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যেভাবে কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল ঠিক সেই রূপ ওয়াকফ সংশোধিত বিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবেন তার জন্য যা কিছু করার করবো আমরা,ইতি মধ্যে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের করা হয়েছে,আমরা সর্বদা এই বিলের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছি তুলে যাবো।পার্লামেন্টের ভিতরের বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি।
একই ভাবে ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস বলেন আমরা এদিন কোনো ব্যানার দেখিনি আমাদের ধর্মীয় সম্পত্তি রক্ষা করার লড়াই,তাই আমরা সকল ধর্মের মানুষের উপস্থিতে ঐতিহাসিক প্রতিবাদ মিছিল ও সভা করা হয় ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে।অন্য দিকে মাওলনা আব্দুর রাজ্জাক বলেন ওয়াকফ সংশোধিত বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু ডোমকলের রাজ পথ থেকে এই আন্দোলন আগামী দিনে গোটা দেশের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়বে,আর ওয়াকফ বিল বাতিল করতে বাধ্য হবে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার। বিশিষ্ট সমাজসেবী খোন্দকার ওমর ফারুক বলেন আমরা মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হলেও পিছু পা হবনা।মাওলনা মোজাফফর খান বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই কালা আইন বাতিল না হচ্ছে তখন আমরা রাস্তায় মেনে আন্দোলন করতে থাকবো বলেও হুশিয়ারি দেন।
অন্য দিকে মাওলনা নাজমুল হক বলেন বিজেপি সরকার মুসলিম বিরোধী আইন ছাড়া অন্য কিছুই করতে পারে না।আর মুখে শুধু মুসলিম দরদী ভাষণ দিচ্ছে কিন্তু একটা মুসলিম সাংসদ পার্লামেন্টে পাঠায় নি।
তাদের যে মুসলিম বিদ্বেষমূলক মনোভাব কোনো দিন বাস্তবায়িত হতে দিবো না ।
এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে হাজারে হাজারে মানুষ পায়ে পা মেলান।এখন দেখার আদতে কি কৃষি বিলের মত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় কি কেন্দ্র সরকার।প্রধান মন্ত্রী মোদি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত সাহের ছবি নিয়েও মিছিলে স্লোগান উঠে মোদি ও অমিত সাহ হটাও দেশ বাঁচাও,বিজেপি হটাও দেশ বাঁচাও বলেও রাজ পথ কেঁপে উঠে।

ওয়াকফ বিল বিরোধী মিছিল ধুলিয়ানে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে ছাত্র যুবদের বিক্ষোভে উত্তাল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে। মঙ্গলবার বিকেলে সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান গঙ্গা ঘাট থেকে শুরু করে পুরাতন ডাকবাংলা বিডিও অফিস পর্যন্ত মিছিল করে ঐক্যবদ্ধ এনজিও। এদিন সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে এবং এনজিওর সকল সদস্যদের তৎপরতায় সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হয় এই মিছিল। কেন্দ্র সরকারের নয়া ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে কার্যত গর্জে উঠে ছাত্র যুব সমাজ। সামশেরগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ছাত্র যুব মিছিলে সামিল হন। বিক্ষোভে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। অবিলম্বে কালা আইন প্রত্যাহার না করলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় ঐক্যবদ্ধ এনজিওর পক্ষ থেকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিল বিষ্ণুপুরে

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বিষ্ণুপুর

আপনজন: মঙ্গলবার সকাল আটটায় বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহ বৈতল মোড়ে ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদকারীরা ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। এর ফলে ঘন্টাখানেক স্তব্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়ক।
এদিনের বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জমিয়তে উলামার বাঁকুড়া জেলার কর্মকর্তারা।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন গ্রামের ইমাম সাহেবরা। তাদের সঙ্গে বিক্ষোভে শামিল হন কয়েক হাজার আম জনতা।এদিন সভা থেকে একটাই বার্তা দেওয়া হয় ওয়াকফ বাতিল করতে হবে, না হয় আমরা রাজপথ ছাড়বো না।

ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ মালদার পরিযায়ী শ্রমিক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিক। নিখোঁজের পর বেশ কয়েক দিন কেটে গেলেও , এখনও তার কোন হদিশ না মেলায় চরম দুশ্চিন্তায় পরিবারবর্গ।জানা গেছে, নিখোঁজ শ্রমিকের নাম বুদ্ধু চৌধুরী, বয়স ৪৫ বছর। বাড়ি মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের কোতুয়ালি অঞ্চলের ব্রীজ কলোনী এলাকায়। তার স্ত্রীর নাম গঙ্গামুণি চৌধুরী। স্ত্রীর অভিযোগ, গত ২৮শে মার্চ তার স্বামী এক ব্যক্তির সঙ্গে ভিনরাজ্য জম্মু-কাশ্মীরে শ্রমিকের কাজ করতে যান। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর স্বামী রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। তারা বিভিন্নভাবে অনেক খোঁজখবর করেও খোঁজ মেলেনি। এরপর গত ৪ঠা এপ্রিল এই মর্মে ইংরেজবাজার থানায় মিসিং ডায়েরী করে পরিবারের তরফে। কিন্তু ডায়েরী করার পর বেশ কয়েক দিন কেটে গেলেও স্বামীর কোন হদিশ না মেলায় চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন পরিবারবর্গ। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ছিলেন, গত কয়েক দিন ধরে নিখোঁজ থাকায় চার মেয়েকে নিয়ে চরম অসহায় পরিস্থিতিতে পড়েছেন নিখোঁজ শ্রমিকের স্ত্রী।এই বিষয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য করুণ বিশ্বাস জানান বুদ্ধু চৌধুরী ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। তাকে বিভিন্ন ভাবে খোঁজার চেষ্টা করছেন।পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন পরিবারের তরফে।তবে এখনও তার কোন খোঁজ মেলেনি খোঁজে চালানো হছে।

দেশের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতের পুতুল: সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী

আপনজন ডেস্ক: দেশের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতের পুতুল। বিরোধীদের মতামত ওনার কাছে গুরুত্ব হীন। এই আইন সংবিধান বিরোধী। দেশের অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে এই আইন এর ফলে । ওয়াকফ নয়া আইন প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তিনি বলেন, সিএএ'র মতো এই আইনও ঠান্ডা ঘরে যাবে। গুজরাত, দিল্লী , মহারাষ্ট্রে বলবৎ করতে পারে না কেন্দ্রীয় সরকার। তেমনি এই আইন বলবৎ করতে পারবে না। হিন্দু - মুসলিম এর দাঙ্গা বাধাতে এই আইন এনেছে বিজেপি সরকার। গ্রামে গ্রামে যখন ফিতে ফেলবে জমি মাপতে তখনই বাধায়

পড়বে কেন্দ্র সরকার। পাশ হয়ে গেলেও মানুষকে বোঝাতে হবে দেশ বিরোধী আইন নিয়ে। বিজেপি দেশের বিপদ কি ভাবে ডেকে আনছে বোঝাতে আইন বিরোধী সভা জমায়েত উলামা হিন্দের। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন এই রাজ্যে এই আইন বলবৎ করতে দেবেন না। এইটা তার সদিচ্ছে। রামলীলা ময়দানে ১০ তারিখ সভা। সব ধর্মের গুরুরা উপস্থিত থাকবেন। মুর্শিদাবাদে আন্দোলনকারী আর পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ নিয়ে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, বাম আমলেও মার খেতে হয়নি। তাহলে এখন কেনো , পুলিশ লাঠিচার্জ করছে? আন্দোলনকারীদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করা উচিত ছিল। আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পক্ষে। তবে পুলিশের এই আচরণ তাও সঠিক নয়। এদিকে রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী প্রকাশ্যে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করায় রাজ্যের শাসক দল যে অস্বস্তিতে পড়ল এবং বামেদের সময়ের সঙ্গে তুলনা করায় তা যে ঘাসফুল শিবির কে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করালো তাতে দ্বিমত নেই ওয়াকিবহল মহলের।

বিএলআরও অফিসের সামনে অনশন ধর্মঘট প্রতিবন্ধীদের সমিতির

রঙ্গীলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: কারও তিন শতক জমি, কারও নয় শতক জমি নিয়ে হয়েছে নয় ছয় কাণ্ড! এই অভিযোগে এবার বহরমপুরের পথে প্রতিবাদ প্রতিবন্ধীদের। জমি জাল রেকর্ডের অভিযোগে, প্রতিবন্ধীর জমি ফেরতের দাবিতে পথে নামল মুর্শিদাবাদ জেলা প্রতিবন্ধী ইউনিয়ন। মঙ্গলবার বহরমপুরে বিএলআরও অফিসের সামনে হয় অনশন ধর্মঘট। কাশিমবাজারের বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী। মনীন্দ্রনগর বাজারপাড়ায় তাঁর তিন শতক জমি জাল রেকর্ড করে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, রাজেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই জমির মালিক হলেও ওয়ারিশ সূত্রে আমরা বর্তমানে মালিক হচ্ছি। দীর্ঘদিন ধরে ওয়ারিশ থাকা সত্ত্বেও বিএলআরও অফিস থেকে সুবলচন্দ্র কুণ্ডু নামে এক জাল রেকর্ড বেড়িয়ে আসে। এরপরেই সরকারি সংশ্লিষ্ট দফতরে, জানানো হয়। কিন্তু কোনরকম সুরাহা হয়নি। বাধ্য হয়েই আজকে অবস্থান বিক্ষোভের পথ বেঁছে নেওয়া হয়েছে
এছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলা প্রতিবন্ধী ইউনিয়নের সভাপতি আজাদ বিশ্বাস। তিনি বলেন, তাঁর ৯ শতক জমি রাতারাতি ৬ শতক হয়েছে। দুস্থ, অসহায় মানুষদের জমি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে অনশন ধর্মঘটের পথ বেঁছে নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে অনশন ধর্মঘট। প্ল্যাকার্ড হাতে সংগঠনের শতাধিক সদস্য রাস্তায় বসে অনশনে সামিল হন।
যদিও অভিযোগ প্রসঙ্গে বিএলআরও- র তরফে কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদ সভা হাসানপুর সবজি হাটে

রাকিবুল ইসলাম ● দৌলতাবাদ

আপনজন:অল ইন্ডিয়া ইমাম এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সর্বনাশা ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার, দুপুরে মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানার ছয়ঘরী হাসানপুর সবজি হাটে ।
এই সভায় বক্তারা নতুন ওয়াকফ বিলের বিভিন্ন অসঙ্গতির কথা তুলে ধরে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং আইনটি বাতিলের দাবি তোলেন।
বক্তারা বলেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আইনটিতে স্বাক্ষর করার পর থেকেই দেশজুড়ে নানা প্রতিবাদ শুরু হয়েছে, এবং এই প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে। এই আইন মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করছে বলে অভিযোগ তোলেন তাঁরা।
এদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মৌলানা নূর আমিন হক, সভাপতি মৌলানা আবুল হাসান, দৌলতাবাদ জুম্মা মসজিদের ইমাম মোঃ সহিদুল ইসলাম সহ বিভিন্ন এলাকার বিশিষ্ট ইমামগণ।
এছাড়া, দৌলতাবাদের চার অঞ্চলের অসংখ্য জনসাধারণ এই সভায় অংশ নেন এবং বিলটির বিরুদ্ধে একযোগে প্রতিবাদ জানান। তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান ও বিভিন্ন দাবি তুলে প্রতিবাদ তোলেন।
প্রতিবাদ সভায় বক্তারা আগামী ১৪ই এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে আরেকটি বৃহত্তর প্রতিবাদ সভার ডাক দেন এবং সকল ধর্মপ্রাণ মানুষকে সেখানে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, এই আইন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে এবং আগামী দিনে আরও বৃহত্তর কর্মসূচির পরিকল্পনা নেওয়া হবে। এদিনের এই প্রতিবাদ সভায় দৌলতাবাদ থানা প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা লক্ষ করা যায়।

ওয়াকফ বিল বিরোধী মিছিল কোলাঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোলাঘাট

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট শহরে ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের হয়।
এই মিছিলে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ঐক্যতান মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা আমিনুল আম্বিয়া,মুসলিম ইত্তেহাদুল মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা হাবিবুর রহমান, সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সহ-সভাপতি সেখ ফজলুর রহমান, জেলার যুব ফেডারেশান এর সম্পাদক হামিদুল হোসেন, সংখ্যালঘু কাউন্সিলের জেলা সম্পাদক মনিরুল হক,ব্লক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, মোজাফফর আলী খান ,সেখ সাজাহান সহ অন্যান্যরা।

প্রথম নজর

উমরাহ যাত্রীদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার সময় বেঁধে দিল সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ

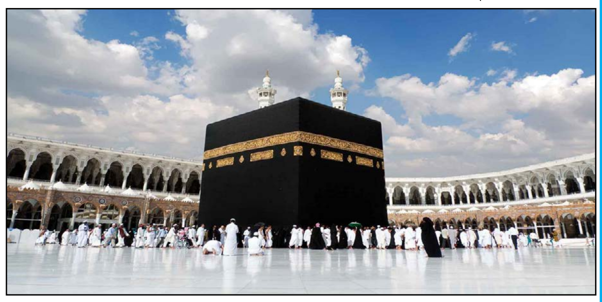

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছর পবিত্র উমরাহ পালন করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত যেসব বিদেশি মুসল্লি সৌদি আরবে অবস্থান করছেন, তাদেরকে নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে দেশটির হজ ও উমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সৌদি আরবের হাজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে, উমরাহ পালনকারীদের জন্য সৌদি আরবে প্রবেশের শেষ সময় ১৩ এপ্রিল এবং উমরাহ পালনকারীদের সৌদি আরব ছাড়ার শেষ সময় আগামী ২৯ এপ্রিল।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যদি কোনো প্রতিষ্ঠান বা কম্পানি হজ ও উমরাহ পালনকারীদের অতিরিক্ত সময়ের জন্য সৌদি আরবে অবস্থান নিশ্চিত করার পরেও যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন না দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হবে।

এই জরিমানা ১ লাখ সৌদি রিয়াল (২৬ হাজার ৬০০ ডলার) পর্যন্ত হতে পারে এবং অবৈধভাবে অবস্থানকারী ব্যক্তির সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

তাই সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ সবাইকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশ ছাড়ার এবং এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার নিয়মকানুন সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

গাজায় গমের একটা দানাও ঢুকবে না: ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলের বর্বর হামলা চলছেই। এসব হামলায় প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছেন শত শত মানুষ। আহত হচ্ছেন হাজারো ফিলিস্তিনি। দখলদার বাহিনীটির অবিরাম চলা হামলায় উপত্যকাটিতে দেখা দিয়েছে তীব্র খাদ্য সংকট। এই বিষয়ে বিশ্ববাসী ক্ষোভ জানালেও ইসরায়েল বলছে, গাজায় গমের একটা দানাও ঢুকবে না। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি (এএ) তাদের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে। বার্তাসংস্থাটি বলছে, ইসরায়েলি অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ সোমবার অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় “গমের একটি দানাও” প্রবেশ করা রোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইসরায়েলি দৈনিক ইয়েদিওথ আহরোনোথের প্রকাশিত বিবৃতিতে স্মোট্রিচ বলেছেন, “গমের একটি দানাও গাজায় প্রবেশ করবে না।”স্থানীয় সরকার এবং মানবাধিকার প্রতিবেদন অনুসারে, গত ২ মার্চ থেকে গাজার সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল। এর ফলে এই অঞ্চলে মানবিক, ত্রাণ এবং চিকিৎসা সহায়তার সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে এবং এতে করে সেখানে এক অভূতপূর্ব মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে। মূলত গাজায় নতুন করে আক্রমণের অংশ হিসেবেই এই অবরোধটি আরোপ করা হয়েছে। গত ১৮ মার্চ থেকে গাজায় নতুন করে ইসরায়েলি বিমান হামলায় প্রায় ১৪০০ ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও ৩৪০০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। ইসরায়েলের বর্বর এই হামলা চলতি বছরের জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তিও ভেঙে দিয়েছে। স্মোট্রিচ বলেছেন, তিনি এখনও গাজা থেকে ইসরায়েলি বন্দিদের ফিরিয়ে আনার চেয়ে হামাসকে পরাজিত করাকেই অগ্রাধিকার দেন।গত সপ্তাহান্তে নেতানিয়াহু গাজায় আক্রমণ আরও বাড়ানোর ঘোষণা দেন। এছাড়া ফিলিস্তিনি এই ছিটমহল থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদের বিষয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাও চলছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় নৃশংস ইসরায়েলি আক্রমণে ৫০ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এর আগে গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং তার সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে আগ্রাসনের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলার মুখোমুখিও হয়েছে ইসরায়েল।

আমেরিকা ‘ভুলের ওপর ভুল’ করছে: চিন

আপনজন ডেস্ক: চীন যদি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা শুল্ক প্রত্যাহার না করে, তাহলে দেশটির ওপর আরো ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক বসানোর হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের এই হুমকিকে ‘ভুলের ওপর ভুল’ বলে অভিহিত করেছে চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

গত শুক্রবার চীন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে ৩৪ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করে। এরপরই এই হুমকি দেন ট্রাম্প।

চীন অবশ্য শুল্ক আরোপের এই পরিকল্পনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে দ্বিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার মতপার্থক্য সমাধানের কথা জানিয়েছে।

সোমবার হোয়াইট হাউসে দেওয়া এক বক্তব্যে ট্রাম্প বলেন, সম্প্রতি তিনি যে নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন, তা স্থগিত করার ব্যাপারে তিনি ভাবছেন না। এমনকি এ নিয়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে দর-কষাকষি করতেও আপাতত ইচ্ছুক নন তিনি।

ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দেন, যদি চীন মঙ্গলবারের মধ্যে তাদের পাল্টা শুল্ক প্রত্যাহার না করে, তাহলে তিনি চীনা পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করবেন।

এটি কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রে চীন থেকে নির্দিষ্ট কিছু পণ্য আমদানিতে মোট শুল্কহার দাঁড়াবে ১০৪ শতাংশ।

এর আগে গত ২ এপ্রিল ট্রাম্প চীনা পণ্যের ওপর ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। কিন্তু এর আগে গত মার্চেও চীনা পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল।

এখন যুক্তরাষ্ট্র যদি আবারও চীনের ওপর এই ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে, তাহলে চীনা পণ্যের ওপর আরোপিত এই মোট ১০৪ শতাংশ শুল্ক চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য আমদানি করা মার্কিন কম্পানিগুলোর জন্য এক বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

এ বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, আমি আগেই সতর্ক করেছিলাম, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি কোনো দেশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করে, তবে তারা সঙ্গে সঙ্গে নতুন ও অনেক বেশি হারে শুল্কের মুখোমুখি হবে।

এই প্রতিক্রিয়ায় চীন বলেছে, চীনকে চাপ বা হুমকি দিয়ে কখনোই লাভ হবে না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরাইলি হামলায় জীবন্ত পুড়ে মারা গেলেন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস শহরে সাংবাদিকদের একটি তাবুতে ইসরাইলি বিমান হামলার ফলে গুরুতর দগ্ধ সাংবাদিক আহমেদ মানসুর মঙ্গলবার মারা গেছেন। ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, হামলার পর তাকে জীবন্ত আগুনে জ্বলতে দেখা যায়। তিনি প্যালেস্টাইন টুডে নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদক ছিলেন। হামলাটি ঘটে সোমবার, নাসের হাসপাতালের পাশে সাংবাদিকদের অবস্থানকারী একটি তাবুতে। হামলার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে মানসুরকে আগুনে পুড়তে দেখা যায়। সরকারি বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, মানসুর মঙ্গলবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই হামলায় এখন পর্যন্ত দুইজন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন এবং আরও আটজন আহত হয়েছেন। ইসরাইলি সেনাবাহিনী সোমবার হামলার দায় স্বীকার করেছে। তারা জানিয়েছে, এই হামলার লক্ষ্য ছিলেন সাংবাদিক হাসান এলসালাইয়েহ, যিনি তেল আবিবের দাবি অনুযায়ী হামাস সদস্য। হামলায় তিনি আহত হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় ইসরাইলি অভিযান শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ২১১ জন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। গত ১৮ মার্চ থেকে গাজায় ফের তীব্র হামলা শুরু করেছে ইসরাইলি বাহিনী। ওই সময় থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১,৪০০ জন নিহত হয়েছেন এবং ৩,৪০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। এই হামলার মাধ্যমে জানুয়ারিতে হওয়া যুদ্ধবিরতি এবং বন্দি বিনিময় চুক্তিও ভেঙে গেছে। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন, গাজায় হামলা আরও বাড়বে। তার এই ঘোষণার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ইঙ্গিত রয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ইসরাইলি হামলায় গাজায় ৫০,৭০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োয়াভ গালান্টের বিরুদ্ধে গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত আইসিসি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।

বিশ্বজুড়ে এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড ২০২৪ সালে

আপনজন ডেস্ক: গত বছর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। বেশির ভাগ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান, ইরাক ও সৌদি আরব। আজ মঙ্গলবার অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে বলে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

মানবাধিকার সংস্থাটি মৃত্যুদণ্ডের ওপর তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী মোট এক হাজার ৫১৮টি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

এই সংখ্যা ২০১৫ সালের পর সর্বোচ্চ। ২০১৫ সালে এক হাজার ৬৩৪ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। এই পরিসংখ্যান ২০২৩ সালের তুলনায় মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা ৩২ শতাংশ বেশি।

অ্যামনেস্টি জানিয়েছে, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকারী চীন, উত্তর কোরিয়া এবং ভিয়েতনামে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

অ্যামনেস্টির মহাসচিব অ্যাগনেস ক্যালামার্ড বলেছেন, ‘মৃত্যুদণ্ড একটি জঘন্য অপরাধ, যার বর্তমান বিশ্বে কোনো স্থান নেই।’

বেসরকারি সংস্থাটি দেখেছে, টানা দ্বিতীয় বছরের মতো নাগরিকদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা দেশের সংখ্যা ১৫টি। এতে বলা হয়েছে, গত বছর ৯১ শতাংশ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে ইরান, ইরাক এবং সৌদি আরব। তিনটি দেশেই মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী এই বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। ক্যালামার্ড আরো বলেছেন, জানামতে, মৃত্যুদণ্ডের ৬৪ শতাংশ ঘটেছে শুধু ইরানে, যেখানে কমপক্ষে ৯৭২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ১০০ জনেরও বেশি।

অ্যামনেস্টি জানিয়েছে, সৌদি আরবে বার্ষিক মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ১৭২ থেকে কমপক্ষে ৩৪৫ জনে দাঁড়িয়েছে। যেখানে ইরাক তাদের মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা প্রায় চার গুণ বাড়িয়ে কমপক্ষে ১৬ থেকে ৬৩ করেছে।

অধিকারগোষ্ঠীটি বলেছে, কিছু রাজ্য বিক্ষোভকারী এবং জাতিগত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডকে ‘অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার করছে। ইরান ২০২২ সালের ‘নারী, জীবন, স্বাধীনতা’ বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবহার ‘অব্যাহত’ রেখেছিল।

এর মধ্যে একজন মানসিক প্রতিবন্ধী যুবকও ছিল।

অ্যামনেস্টি আরো জানিয়েছে, সৌদি আরব রাজনৈতিক ভিন্নমতকে দমন করতে এবং শিয়া সংখ্যালঘুদের শাস্তি দিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর অব্যাহত রেখেছে। গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৫ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে, যা ২০২৩ সালের চেয়ে একজন বেশি।

মাইক্রোসফটের সব কর্মীর হাতে রক্ত লেগে আছে: গাজা ইস্যুতে প্রতিষ্ঠানটির দুইকর্মী

আপনজন ডেস্ক: প্রযুক্তি কম্পানি মাইক্রোসফটের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপনের সময় ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির এআই (কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা) সিইও মুস্তাফা সুলেমান ফিলিস্তিনিপন্থী তাদেরই দুইকর্মীর প্রতিবাদের মুখে পড়েন। স্থানীয় সময় শুক্রবার (০৮ এপ্রিল) এ ঘটনা ঘটে। এ সময় অনুষ্ঠানে মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস এবং সাবেক সিইও স্টিভ বলমারও উপস্থিত ছিলেন।

মাইক্রোসফটের এআই সিইও মুস্তাফা সুলেমান পণ্যের আপডেট এবং কম্পানির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহকারী পণ্য সম্পর্কে কথা বলছিলেন। এ সময় ওয়াশিংটনের রেডমন্ডে ওই অনুষ্ঠানে মুস্তাফা সুলেমানের বক্তব্যে বাধা দিয়ে মাইক্রোসফটের কর্মচারী ইবতিহাল আবুসাদ বলেন, ‘আপনি যুদ্ধের মুনাফাখোর। গণহত্যার জন্য এআই ব্যবহার বন্ধ করুন।’ এআই (কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা) সিইও মুস্তাফা সুলেমান মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় মাইক্রোসফটের কর্মী ইবতিহাল আবৌসাদ চিৎকার করে বলেন, ‘মুস্তফা, তোমার লজ্জা হোক। তুমি দাবি করো যে, তুমি ভালোর জন্য এআই ব্যবহার করতে আগ্রহী। কিন্তু মাইক্রোসফট ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কাছে এআই অস্ত্র বিক্রি করে। সেখানে পঞ্চাশ হাজার মানুষ মারা গেছে এবং মাইক্রোসফট আমাদের অঞ্চলে এই গণহত্যার ক্ষমতা দিয়েছে।

ওই সময় মাইক্রোসফটের এআই সিইও মুস্তাফা সুলেমান বক্তৃতা থামিয়ে জবাবে বলেন, ‘আমি আপনার প্রতিবাদ শুনছি, ধন্যবাদ।’ তবুও আবৌসসাদ চিৎকার করে বলতে থাকেন, তার এবং সকল মাইক্রোসফটের সদস্যদের হাতে রক্ত লেগে আছে। এরপর তিনি মঞ্চে একটি কেফিয়া স্কার্ফ ছুঁড়ে মারেন, যা ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এ ঘটনার পর আবৌসসাদকে অনুষ্ঠার থেকে বের করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে একজন প্রতিবাদকারী এবং মাইক্রোসফটের কর্মী ভানিয়া আগরওয়াল অনুষ্ঠানের আরেকটি অংশে প্রতিবাদ জানান। যেখানে বিল গেটস, বলমার এবং বর্তমান সিইও সত্য নাদেলা মঞ্চে ছিলেন। এর আগে এই বছরের শুরুতে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একটি তদন্তে প্রকাশিত হয়েছিল যে, ইসরায়েলি সামরিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে তাদের মাইক্রোসফট এবং ওপেনএআইয়ের এআই মডেলগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল। যা ব্যবহার করে ইসরায়েলি বাহিনী গাজা এবং লেবাননে সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময় বোমা হামলার লক্ষ্যবস্তু নির্বাচন করেছে। ওই তদন্তে ২০২৩ সালে একটি ভুল ইসরায়েলি বিমান হামলার বিবরণও ছিল। যে হামলায় লেবানিজ পরিবারের সদস্যদের বহনকারী একটি গাড়িতে আঘাত করা হয়েছিল। ওই হামলায় তিন তরুণী এবং তাদের দাদী নিহত হয়েছিল। গত ফেব্রুয়ারিতেও চুক্তির প্রতিবাদ করার জন্য সিইও সত্য নাদেলার সঙ্গে এক বৈঠক থেকে পাঁচজন মাইক্রোসফট কর্মীকে বের করে দেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানটি একটি অভ্যন্তরীণ সভা হলেও, গতকাল শুক্রবারের অনুষ্ঠানটি জনসমক্ষে হয়েছিল। মাইক্রোসফট বলেছে, তারা সকলের অভিযোগ শোনার জন্য অনেক পন্থার কথা জানিয়েছে, যাতে ব্যবসায়িক ব্যাঘাত না ঘটে। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আমরা অনুরোধ করছি- এমন কর্মকাণ্ড না ঘটানোর জন্য, যাতে ব্যবসায়িক ব্যাঘাত ঘটে। যদি তা ঘটে, তাহলে আমরা তাদের (প্রতিবাদকারী) অন্য জায়গায় সরে যেতে বলি। আমাদের ব্যবসায়িক অনুশীলনগুলো সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ মাইক্রোসফ্ট কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আরও কোনো পদক্ষেপ নিবে কি না, তা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে মাইক্রোসফট। তবে এপি আবৌসাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, প্রতিবাদের পর তিনি এবং অন্য একজন প্রতিবাদী কর্মী তাদের কর্মক্ষেত্রের অ্যাকাউন্টে প্রবেশের অধিকার হারিয়ে ফেলেছে।

গাজা সংকট

আন্তর্জাতিক সম্মেলন করবে ফ্রান্স-সৌদি: ম্যাক্রোঁ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে ফ্রান্স, মিশর ও জর্ডান। এছাড়া ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ জানিয়েছেন, দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন করবে ফ্রান্স ও সৌদি আরব। গাজা সংকটে শান্তির পথ খুঁজতে কূটনীতির দরজায় কড়া নাড়ছে বিশ্ব। মিশরের কায়রো শহরের আল-ইত্তেহাদিয়া প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে স্থানীয় সময় সোমবার (৭ এপ্রিল) বৈঠকে বসেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি এবং জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ। গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ ও আঞ্চলিক উত্তেজনা কমানোর বিষয়ে আলোচনা করেন তারা। সেইসঙ্গে বৈঠকে উপত্যকাটিতে মানবিক সহায়তা প্রবেশ ও জিম্মিদের মুক্তির দাবি জানানো হয়। যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ম্যাক্রোঁ গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের জোর করে উচ্ছেদ না করার আহ্বান জানান। দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান বাস্তবায়নে সৌদি আরবের সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করার কথাও জানান তিনি। এদিকে, মিশরের প্রেসিডেন্ট সিসি জানান, গাজা নিয়ে প্যারিস ও কায়রোর অবস্থান এক। এছাড়াও বৈঠকে মিশর ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষর হয় বেশ কিছু সহযোগিতা চুক্তি। বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবহন খাতে যৌথ কাজের ঘোষণা আসে দুদেশের পক্ষ থেকে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৯মি.

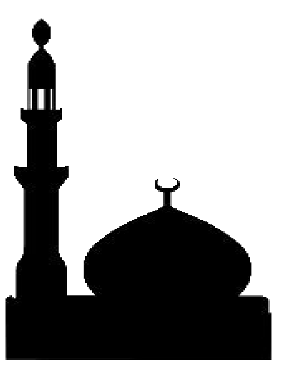

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৯	৫.২১
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৯	
এশা	৭.১০	
তাহাজ্জুদ	১১.০০	

ইসরায়েলে হুথির ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অবিরাম বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা তেল আবিবের কাছে ইসরায়েলি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। হুথি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রজেক্টাইল এবং ড্রোন ব্যবহার করে তারা এই হামলা চালায়। এই অভিযানে একটি মার্কিন রণতরীকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়। হুথি বলেছে, ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনীর ইউএভি বাহিনী ইসরায়েলের একটি সামরিক স্থাপনায় সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে।

এবার ফিলিস্তিনের ইব্রাহিমি মসজিদের পরিচালকের ওপর ইসরাইলের নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক ইব্রাহিমি মসজিদের পরিচালক শেখ মোয়াতাজ আবু স্নেইনেহর ওপর ১৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা জারি করল ইসরাইলি বাহিনী। মসজিদটিতে সোমবার তালা ঝুলানোর পর এবার শেখ মোয়াতাজকে ওই এলাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো। খবর মিডল ইস্ট মনিটরের।

এর আগে সোমবার পশ্চিম তীরের হেবরনে অবস্থিত ঐতিহাসিক ইব্রাহিমি মসজিদের সব দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে দখলদার ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ। পরে ফিলিস্তিনের আওকাফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, দখলদারদের কর্মকাণ্ড একটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ। ইব্রাহিমি মসজিদের করিডোর, উঠোন, কক্ষ এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত দরজার ওপর তালা ঝোলানো ফিলিস্তিনের সার্বভৌমত্বকে স্পষ্টভাবে ক্ষুন্ন করে। বিশ্বাস করা হয়, এ মসজিদের সঙ্গেই হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের (আ.) কবর রয়েছে।

ইব্রাহিমি মসজিদের পরিচালক শেখ মোয়াতাজ বলেছিলেন, মসজিদের অভ্যন্তরের সব কবর এবং সম্পদ ইসলামী ওয়াকফের মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত, যার সার্বভৌমত্ব এবং আইনি এখতিয়ার ফিলিস্তিনের।

দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা

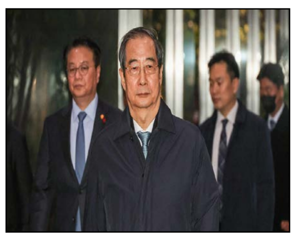

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার আগাম নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন দেশটির ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হ্যান ডাক সু। তিনি বলেছেন, সামরিক আইন জারির কারণে সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওলকে পদ থেকে অপসারণের পর ৩ জুন আগাম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। খবর আলজাজিরার।

মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হান ডাক-সু বলেন, নির্বাচনী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে সরকার এই তারিখ নির্ধারণ করেছে।

হান বলেন, সরকার জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং অন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে।

এর আগে গত ৩ ডিসেম্বর দেশজুড়ে সামরিক আইন জারি করে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল। পরে ১৪ ডিসেম্বর তাকে অভিশংসন ও দেশের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরিয়ে দেয় দেশটির সাংবিধানিক আদালত।

বর্তমানে দেশটিতে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় আছেন হ্যান ডাক সু। দেশটির সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেন্টের অপসারণের পর তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনের আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রেসিডেন্ট বেছে নেওয়ার বিধান রয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৯৫ সংখ্যা, ২৫ চৈত্র ১৪৩১, ১০ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি

বোধোদয়

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বরাবরই বিশৃঙ্খল। তাহার কারণও নিশ্চয়ই রহিয়াছে। এই সকল দেশে রহিয়াছে আইনের শাসনের ঘাটতি। জোর যাহার মুল্লুক তাহার—এই নীতি আজও বিদ্যমান। নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এই সকল দেশ উদাসীন ও অযত্নশীল। জাতীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভঙ্গুর। ফলে এই সকল দেশ যাহারা পরিচালনা করেন, তাহাদের অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হয়। তাহারা সমস্যার আসল জায়গায় হাত দিতে পারেন না বা দেন না। ইহাতে এই সকল দেশ ম্যানেজ করা সকল সময় সহজ হয় না। অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলিয়া যায় যে, ম্যানেজ করিবার মতো পরিবেশই আর থাকে না। তখন চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে একসময় সহজ সমাধান হিসাবে দেখা দিত মার্শাল ল’। ইহাতে সংবিধান স্থগিত হইয়া যাইত। পরিস্থিতির উন্নতি হইলে আবার ফিরিয়া আসিত বেসামরিক সরকার; কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ম্যানেজ করিবার এই অস্ত্রে এখন আর ধার নাই বলিলেই চলে। আজকাল মার্শাল ল দেখা যায় কদাচিৎ। তবে এখন অনেক উন্নয়নশীল দেশে ইহার নবসংস্করণ হইতেছে পুলিশি শাসন। এই সকল দেশকে পুলিশি রাষ্ট্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম অনেক দিক দিয়াই তাহারা আজ স্বয়ংসম্পন্ন ও অধিকতর শক্তিশালী। তাই পুলিশ দিয়া যেইখানে শৃঙ্খলা আনা যায়, সেইখানে সেনাবাহিনীর কী দরকার? তাহারা কি নিজ দেশে যুদ্ধ করিবেন? অনেক উন্নয়নশীল দেশ আজ অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত হইয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্র বা সূচকের কথা বিবেচনা করিলে তাহাদের উন্নত দেশের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু উন্নত দেশের মতো উন্নয়ন হইলেও রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের পূর্বের মতোই পশ্চাত্পদতা রহিয়া গিয়াছে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার অবনতি হইয়াছে। ইহাতে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এমন পর্যায়ে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে শুধু পুলিশি শাসন বজায় আর মামলা-মোকদ্দমা দিয়া সকল কিছু সামলানো যাইবে কি না, সন্দেহ। সেই সকল দেশে বিরোধী দলের স্পেস দিনদিন সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। এমনকি কোনো কোনো দেশে বিরোধী দলের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি হইয়াছে মাস্তান ও গুন্ডাবাহিনী। তাহারাই তৃণমূল পর্যন্ত দাপাইয়া বেড়াইতেছে। তাহারা স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করিয়া সাধারণ নাগরিকদের উপর চালাইতেছে স্টিমরোলার। বড় সমস্যা হইল, যাহারা সরকারি দলে অনুপ্রবেশকারী এবং উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে তাহাদের দৌরাত্ম্য আরো অধিক। তাহাদের অনেকে রাতারাতি সরকারি দলের সমর্থক বনিয়া গিয়াছে। তাহারা যে সেই দলের আসল লোক নহে, তাহা অনেকেরই অজানা নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বর্ণচোরা, সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী। দল বিপদে পড়িলে যে কোনো সময় তাহারা কাটিয়া পড়িতে কার্পণ্য করিবে না। তাহাদের কেহ কেহ দেশের স্বাধীনতাবিরোধীও। দেশ ও দলের প্রতি তাহাদের কোনো মায়া নাই। তাহারা নিজেদের স্বার্থকেই সর্বদা বড় করিয়া দেখে; কিন্তু তাহারাই যখন সরকারি ও অন্যান্য দলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িয়া গুরুত্বপূর্ণ পদপদবি বাগাইয়া লয় এবং ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলিয়া যায়, তখন তাহাদের দ্বারা যে কোনো অন্যায় ও অনিয়ম করা মোটেও অসম্ভব নহে। তাহাদের অত্যাচার-নির্যাতনে এখন স্থানীয় এলাকায় বসবাস করা শান্তিপূর্ণ ও নিরীহ মানুষের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল, উন্নয়নশীল দেশে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি হইল কেন? এমন তো নহে যে, এই দুঃসহ পরিস্থিতি এক দিনেই সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের ব্যাপারে সজাগ থাকিবার কথা সচেতন মহল বলিলেও কে শুনে কাহার কথা? এই জন্য দেখা যায়, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কোথাও না কোথাও অস্থিরতা লাগিয়াই আছে। তাহাদের ব্যাপারে শাসকদের বোধোদয় না হইলে তাহার পরিণতি কখনোই শুভ হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

•••••••••••••

ওয়াকফ বিল: হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণের নবতম অধ্যায়

এতকাল ওয়াকফ-সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিল মুসলমান সমাজ। সেই অধিকারে ভাগ বসানোর কাজটা নতুন আইন করে দিয়েছে স্রেফ গরিষ্ঠতার জোরে। তা করতে গিয়ে লঙ্ঘিত হয়েছে মুসলমানদের জন্য সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার। এই দাবি বিল নিয়ে আলোচনার সময় জেপিসিতেও বিরোধীরা তুলেছিলেন। কিন্তু যে কমিটির চেয়ারম্যান বিজেপির, ৩১ জন সদস্যের মধ্যে ২০ জন শাসক দলের, সেখানে বিরোধী মত গুরুত্ব পাবে, তা-ও এই জমানায়, ভাবাই বাতুলতা। লিখেছেন সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং একবার বলেছিলেন, অধিকাংশ প্রদেশেই মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন হিন্দুরা। মুসলমানদের মধ্য থেকে কেন বড় মাপের নেতা উঠে আসছেন না, তা ভেবে দেখা দরকার। উত্তর প্রদেশের উদাহরণ দিয়ে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং বলেছিলেন, এই রাজ্যের মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা এখন মুলায়ম সিং যাদব। হেমবতীনন্দন বহুগুণা ও বীরবাহাদুর সিংকেও মুসলমানরা আঁকড়ে ধরেছিলেন। কারণ, তাঁরা দাঙ্গা হতে দিতেন না।

এখন দাবি, নরেন্দ্র মোদিই মুসলমান সমাজের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী। মুসলমানদের ভালোমন্দের ‘দায় ও দায়িত্ব’ নাকি তাঁরই। গাঁক গাঁক করে সেই প্রচার চলছে। নিরন্তর। যেমন তিন তালাক নিষিদ্ধ করে মোদিই মুসলমান নারীর মুক্তি ও কল্যাণের দরজা খুলে দিয়েছেন! পশ্চাৎপদ ‘পসমন্দা’ মুসলমানদের এগিয়ে আসতে সাহায্য করছেন! ওয়াকফ আইনও সংশোধন করা হয়েছে গরিব ও সাধারণ মুসলমানদের হিতে! ওয়াকফর অধীন বিপুল ভূসম্পত্তি ঠিকভাবে কাজে লাগালে বছরে কম করে হলেও ১২ হাজার কোটি রুপি আদায় হবে, যা গরিব মুসলমানদের কল্যাণে খরচ হতে পারে। ২০ বছর আগে সাচার কমিটির রিপোর্ট এই হিসাব দিয়েছিল। সরকারের দাবি, ওই টাকায় মুসলমানদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ভাবনা একমাত্র মোদিই ভাবলেন।

অর্থাৎ মোদিই ভারতীয় মুসলমানদের মসিহা। সংসদের দুই কক্ষে ওয়াকফ বিল পাস করার সময় ঢাকঢোল পিটিয়ে এই ন্যারেটিভই খাড়া করা হয়েছে। অথচ দেশের মুসলমান সমাজ ও বিরোধী মহল এই সরকারি তত্ত্ব বিলকুল খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্র যুক্তিতে চলে না। চলে গরিষ্ঠের মতে। শাসককুল সেই জোরেই সংসদে বিল-বৈতরণি পেরিয়েছে। কিন্তু তা করতে গিয়ে তারা বহুবিভক্ত বিরোধীদের জোটবদ্ধ করে দিয়েছে। ছন্নছাড়া ‘ইন্ডিয়া’ জোট পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছে ওয়াকফ বিলকে কেন্দ্র করে। হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কত দিন জোটবদ্ধ থাকবে, তা অবশ্য পরের কথা। জোটবদ্ধতার ছবি বিল নিয়ে ভোটাভুটির সময় যেমন ছিল, বিল পাস হওয়ার পরও তেমনই রয়েছে। একে একে সবাই দ্বারস্থ হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের। কংগ্রেসের মহম্মদ জাভেদ ও এআইএমআইএমের আসাউদ্দিন ওয়েইসি আলাদাভাবে মামলা করেছেন। দুজনেই বিল নিয়ে গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) সদস্য ছিলেন। মামলা করেছেন আম আদমি পার্টির (আপ) নেতা আমানুল্লা খানও। মামলা আরও হবে; যদিও কবে এই বিতর্কের আইনি অবসান ঘটবে, বিচারপতিরাই তা জানেন। এতকাল ওয়াকফ-সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিল মুসলমান সমাজ। সেই অধিকারে ভাগ বসানোর কাজটা নতুন আইন করে দিয়েছে স্রেফ গরিষ্ঠতার জোরে। তা করতে গিয়ে লঙ্ঘিত হয়েছে মুসলমানদের জন্য সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার। এই দাবি বিল নিয়ে আলোচনার সময় জেপিসিতেও বিরোধীরা তুলেছিলেন। কিন্তু যে কমিটির চেয়ারম্যান বিজেপির, ৩১ জন সদস্যের মধ্যে ২০ জন শাসক দলের, সেখানে বিরোধী মত গুরুত্ব পাবে, তা-ও এই জমানায়, ভাবাই বাতুলতা। বিরোধীরা বিলে ৪৪টি সংশোধনী জমা দিয়েছিলেন। একটাও গ্রাহ্য হয়নি। সরকারপক্ষ থেকে জমা পড়েছিল ২৬টি। ১৪টি সংশোধনী গৃহীত হয় এবং দুই কক্ষে বিলটি পাস হয়।

নতুন হুজুগ ‘ইউপিএসসি জিহাদ’! মুসলমানরা নাকি শিক্ষিত ও সংগঠিত হচ্ছেন আমলাশাহির দখল নিতে! ভারতের একমাত্র মুসলমানপ্রধান রাজ্য জম্মু-কাশ্মীরের চরিত্র বদল ও দ্বিখণ্ডীকরণের কারণও হিন্দু আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। নতুন ওয়াকফ আইন এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী টোটাল কন্ট্রোলেরই আরেক অধ্যায়।

প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের মতো দৃঢ়তা বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেখাবেন, সেই বৃথা আশা বিরোধীরা করেননি। বিনা বাক্যেই রাষ্ট্রপতি সই করেছেন ‘ইউনিফায়েড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিল’-এ। এখন তা আইন।

প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের মতো দৃঢ়তা বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেখাবেন, সেই বৃথা আশা বিরোধীরা করেননি। বিনা বাক্যেই রাষ্ট্রপতি সই করেছেন ‘ইউনিফায়েড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিল’-এ। এখন তা আইন।

কিন্তু তা করতে গিয়ে লঙ্ঘিত হলো সংবিধানের ১৪তম অনুচ্ছেদ, যা সমতার অধিকার নিশ্চিত করেছে। ২৫তম অনুচ্ছেদ দিয়েছে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা। ২৬তম অনুচ্ছেদ ধর্মীয় বিষয় পরিচালনার স্বাধীনতা দিয়েছে। ২৯তম অনুচ্ছেদ সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। ৩০তম অনুচ্ছেদ দিয়েছে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তির অধিকার। প্রতিটিই লঙ্ঘিত হলো।

কিন্তু তা করতে গিয়ে লঙ্ঘিত হলো সংবিধানের ১৪তম অনুচ্ছেদ, যা সমতার অধিকার নিশ্চিত করেছে। ২৫তম অনুচ্ছেদ দিয়েছে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা। ২৬তম অনুচ্ছেদ ধর্মীয় বিষয় পরিচালনার স্বাধীনতা দিয়েছে। ২৯তম অনুচ্ছেদ সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। ৩০তম অনুচ্ছেদ দিয়েছে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তির অধিকার। প্রতিটিই লঙ্ঘিত হলো। এই মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ২৬তম অনুচ্ছেদ, যা সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ও দাতব্য বিষয়ে সংস্থা গড়া ও তার ব্যবস্থাপনার অধিকার দিয়েছে। সেই সংস্থা বা সংগঠনের জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কেনা বা গ্রহণের অধিকারও দেওয়া হয়েছে। আর দেওয়া হয়েছে তা পরিচালনার দায়িত্ব। এই আইন মুসলমানদের এতগুলো মৌলিক অধিকার হরণ করলেও সরকার দ্বিধাহীন চিত্তে এগিয়ে গেছে থোড়াই কেয়ার করে। ফলে ফুটে উঠেছে বৈষম্য। শুধু মৌলিক অধিকার হরণ নয়, এই আইন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে ওয়াকফ কাউন্সিল ও বোর্ড গঠনের সময় ভিন্ন ধর্মের এমপি, বিচারপতি ও বিশিষ্টজনদের অন্তর্ভুক্ত করার অধিকারও সরকারকে দিয়েছে। এই অধিকার অন্য কোনো ধর্মীয় সংস্থায় নেই। হিন্দুদের ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অহিন্দুদের কোনো ভূমিকাই নেই। খ্রিষ্টান, শিখ বা বৌদ্ধধর্মেও ভিনধর্মীদের ভূমিকা নেই।

এই বিতর্ক চলাকালে অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এমন প্রস্তাবও দিয়েছেন, তিরুপতি দেবস্থানের পরিচালনায় কোনো অহিন্দুকে চাকরি দেওয়া উচিত নয়। ব্যতিক্রম শুধু মুসলমানদের ওয়াকফ বোর্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে। যদিও সরকারের দাবি, এটা নাকি ধর্ম পরিচালনায় হস্তক্ষেপ নয়। সরকার কেন ওয়াকফ দখলে এতটা উন্মুখ? প্রশ্নটির উত্তর রয়েছে সারা দেশে ওয়াকফর অধীন থাকা সম্পত্তির বহরে। রেল ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পর ভারতে সবচেয়ে বেশি স্থাবর সম্পত্তির মালিক ওয়াকফ বোর্ড। আনুমানিক ৯ লাখ ৪০ হাজার একর জায়গাজুড়ে ৮ লাখ ৭০ হাজার সম্পত্তি রয়েছে তাদের হাতে। অভিযোগ, বিজেপি সরকার এই বিপুল সম্পত্তির দখল ও পরিচালন ভার হাতে নিতে উৎসুক। তাই বোর্ডে অমুসলিমদের রাখা হয়েছে। দান করা সম্পত্তির চরিত্র নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা শাসককে। কে মুসলমান, কে নন, তা নির্ধারণের মানদণ্ডও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে এই আইনে। বলা হয়েছে, মুসলমান তিনিই, যিনি ৫ বছর ইসলাম পালন করছেন। ওয়াকফে দানের অধিকার থাকবে তাঁরই। বিজেপির দাবি, এই আইন মুসলমান নারীদের স্বার্থ রক্ষা করছে। কাউন্সিল ও বোর্ডে মুসলমানদের মধ্যে দুজন নারী সদস্য রাখা বাধ্যতামূলক। বলা হয়েছে, ওয়াকফে দান করার আগে সম্পত্তিতে বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্ন নারী ও অনাথদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। স্বচ্ছতার স্বার্থে ওয়াকফে দান করার ছয় মাসের মধ্যে সম্পত্তির বিবরণ কেন্দ্রীয় পোর্টালে নথিভুক্ত করতে হবে।

যেভাবে ওয়াকফে সরকারের কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছে, সেভাবে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগেও সরকার অংশীদার হতে আগ্রহী। সুপ্রিম কোর্টের আপত্তিতে এখনো সফল হয়নি। পাল্টা আঘাতে নির্বাচন কমিশনারদের নিযুক্তি কমিটি থেকে সরকার সরিয়ে দিয়েছে প্রধান বিচারপতিকে। কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের উপরাজ্যপালের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর চেয়েও বেশি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং আতিশি মারলেনাকে প্রতি পদে বাধা দিয়েছেন অনির্বাচিত উপরাজ্যপাল। তেমনই সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরেও। কংগ্রেসের এক নেতার কথায়, মোদির বিজেপিতে ইকুইটির কোনো ভাগ নেই। তারা শতভাগ ইকুইটির দাবিদার। টোটাল কন্ট্রোলে বিশ্বাসী। সেই কন্ট্রোল পেতে মুসলমান সমাজকে বশ করা জরুরি। প্রয়োজনে ভয় দেখিয়েও। জীবন ও সম্পত্তিহানির ভয় দেখাচ্ছে বুলডোজার নীতি। ধর্মস্থান আইনের তোয়াক্কা না করে দাবি উঠছে মসজিদ খোঁড়ার। এনআরসি, সিএএ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির একমাত্র লক্ষ্য মুসলমানদের কোণঠাসা করা। ‘লাভ জিহাদের’ মোকাবিলা করছে নীতি পুলিশ। আসাম ও ঝাড়খন্ডে জিগির উঠেছে ‘ল্যান্ড জিহাদের’। মুসলমানরা নাকি জবরদস্তি করে হিন্দুদের জমি লিখিয়ে নিচ্ছেন। নতুন হুজুগ ‘ইউপিএসসি জিহাদ’! মুসলমানরা নাকি শিক্ষিত ও সংগঠিত হচ্ছেন আমলাশাহির দখল নিতে! ভারতের একমাত্র মুসলমানপ্রধান রাজ্য জম্মু-কাশ্মীরের চরিত্র বদল ও দ্বিখণ্ডীকরণের কারণও হিন্দু আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। নতুন ওয়াকফ আইন এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী টোটাল কন্ট্রোলেরই আরেক অধ্যায়।

সৌজন্যে: প্র. আ.

ডায়াবেটিসের ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের পরেই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ফিজিওলজিক্যাল সায়েন্সেস-এর ফেলো নির্বাচিত হলেন বাঙালি গবেষক গওছুল আজম খান

এম মেহেদী সানি

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ফিজিওলজিক্যাল সায়েন্সেস (IUPS) এর ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন সৌদি আরবের কিং ফয়সল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত বাঙালি বিজ্ঞানী গওছুল আজম খান। ২০২৪ সালে আগে ভারত থেকে গুজরাটের শর্মিষ্ঠা ঘোষ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ফিজিওলজিক্যাল সায়েন্সেস (IUPS) এর ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। জানা গিয়েছে ২০২৪ সালের আগে আন্তর্জাতিক স্তরের এই ফেলোশিপ নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের তেমন কোন রেকর্ড নেই।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ও গবেষকদের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া মানেই এক অনন্য অর্জন। সেইরকম একটি মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি হলো “ফেলো অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ফিজিওলজিক্যাল সায়েন্সেস (IUPS)”। এটি শুধুমাত্র বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ফিজিওলজিস্টদের প্রদান করা হয়, যারা মানবদেহের কার্যপ্রণালী, রোগ প্রতিরোধ, ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তকারী অবদান রেখেছেন। সম্প্রতি টাইপ ২ ডায়াবেটিস (T2DM) দীর্ঘমেয়াদে পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ সমস্যার সমাধানে এক যুগান্তকারী ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করে সাড়া ফেলেছিলেন বাঙালি গবেষক অধ্যাপক গওছুল আজম খান। এই ভ্যাকসিনটি ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক অফিস থেকে অনুমোদন পেয়েছে। গত বছর ৯ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী পেটেন্ট কনফার্মেশন নম্বর ২৮০৯। এবার গওছুল আজম খানের মুকুটে জুড়লো নয়া পালক। ২০২৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ফিজিওলজিক্যাল সায়েন্সেস (IUPS) এর ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। এ সাফল্যের পর সন্তোষ প্রকাশ করে গওছুল আজম আপনজন’কে বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ ! আমি সম্মানিত বোধ করছি যে আমি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ফিজিওলজিক্যাল সায়েন্সেস (IUPS) এর ফেলো নির্বাচিত হয়েছি। এই স্বীকৃতি আমার শিক্ষাজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমি এবং আমার সহকর্মী, পরামর্শদাতা এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ, যাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা এই অর্জনকে সম্ভব করেছে। বিশ্বের মানচিত্রে ফিজিওলজিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে আমার প্রচেষ্টা জারি থাকবে ইনশাআল্লাহ।’

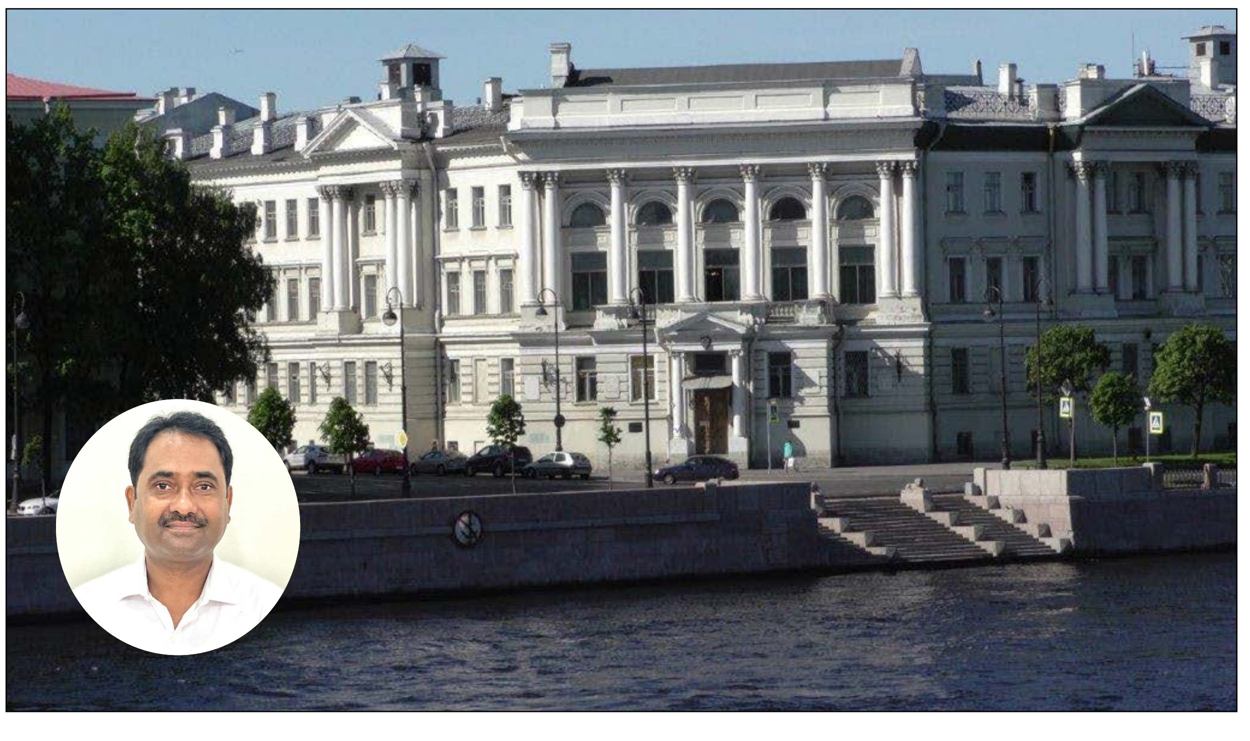

উল্লেখ্য গওছুল আজম খান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে ১৯৯৫ সালে ফিজিওলজি নিয়ে সাম্মানিক স্নাতক হন। ১৯৯৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম হয়ে গোল্ড মেডেল পান। তিনি ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে প্রফেসর এ. কে. মুখার্জি মেমোরিয়াল মেডেল অ্যাওয়ার্ড পান। ২০০৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। কিছুদিন সুইডেনে কাজ করেন, তারপর চলে যান আমেরিকা। বিজ্ঞান গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে আমেরিকা থেকেই বেশ কতকগুলি অ্যাওয়ার্ড পান। জাপান ও কানাডাতেও ছিলেন কিছুদিন। এর মধ্য ২০০৯ সালে দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ‘ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন’ বা ডিআরডিও’তে সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসাবে যোগ দেন। কাজ করেন প্রায় ৮ বছর। ফের পাড়ি জমান বিদেশে। ফিজির স্কুল অফ মেডিসিন-এ অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে সৌদি আরবের কিং ফয়সল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন গওছুল আজম খান।

জানা গিয়েছে, অধ্যাপক গবেষক গওছুল আজম খান দেশ-বিদেশের নামীদামি সংস্থায় গবেষণা এবং অধ্যাপনা করেছেন। লন্ডনের প্রখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা ‘রয়্যাল সোসাইটি অফ বায়োলজি”র ‘চার্টার্ড সায়েন্টিস্ট’ সম্মানে ভূষিত হন বাঙালি গবেষক ও অধ্যাপক গওছুল আজম খান। দেশ-বিদেশের প্রায় দুই ডজন সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। কাজ করেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও’তেও। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, জাপান, কানাডা প্রভৃতি দেশের নামিদামি সংস্থায় গবেষণামূলক কাজ করেছেন গওছুল আজম খান। প্রসঙ্গত, ১৯৭২ সালের ৯ আগস্ট পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুর থানার অন্তর্গত আঁতলা গ্রামে অধ্যাপক গওছুল আজম খানের জন্ম। তার মরহুম পিতা হাজি আবদুল আজিজ খান ছিলেন সাধারণ চাষি, মা সাবাতুন বিবি গৃহবধূ।

প্রথম নজর

ওয়াকফ এবং ওবিসি সংরক্ষণ ইস্যু নিয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: ওয়াকফ আইনের ক্ষতিকারক দিক এবং মুসলিমদের ওবিসি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সারা-বাংলা বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের মাটিয়ায়। সায়াদাতিয়া কোরানীয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী শামীম আহমেদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্য স্তরের ইসলামিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার পাশাপাশি প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় সারা রাজ্য থেকে কুড়ি জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল ১৫ টি দল।

কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী শামীম আহমেদ এদিন ওবিসি সংরক্ষণ এবং ওয়াকফ আইনের জটিলতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও তাদের সাংবিধানিক অধিকারও মনে করিয়ে দেন শামীম আহমেদ। এই পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের করণীয় কি তা নিয়ে ব্যাখ্যা করেন আইনজীবী এনামুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন আপনজন সাংবাদিক এম মেহেদী সানি, আইনজীবী নাসিরুল হক প্রমুখ। সমগ্র প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন বিশিষ্ট ক্যুইজ মাস্টার মোহাম্মদ আরিফুল হক ও হাফিজুল ইসলাম মন্ডল। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ২০২২ সালের সিজন-৯ এর দাদাগিরি চ্যাম্পিয়ন বাঁকুড়া জেলার বাসিন্দা মাইনুদ্দিন চিশতীর দল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন এম মেহেদী সানি।

ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে জমিয়তের সভা

মনজুর আলম ● জয়নগর

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়ত উলামা হিন্দের আহব্বানে বিক্ষোভ সমাবেশ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার পদ্মেরহাট হসপিটাল মোড়ে। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জমিয়তের সম্পাদক মুফতি আমিনুদ্দিন সাহেব, হাফেজ আবুল কালাম সাহেব সহ নেতৃবৃন্দ। জয়নগর থানার জমিয়ত উলামা হিন্দের নেতাকর্মীরা বাংলার মোড়ে একত্রিত হয়ে দুইটি মিছিল করে। একটি মিছিল শেষ হয় পদ্মেরহাট হসপিটাল মোড়ে। অপরটি হোগলার মোড় গিয়ে নামাজগড় মাদ্রাসায় শেষ হয়। জেলা জমিয়তের সম্পাদক মুফতি আমিন উদ্দিন সাহেব ওয়াকফ বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার করতে হবে, তা না হলে সারাদেশ জুড়ে "জমিয়ত উলেমা হিন্দ মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড" সহ বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই লড়াইয়ে নামবে। তার জন্য সমস্ত সংগঠন ও মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই লড়াই সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। মিছিল শেষে পদ্মেরহাট হসপিটাল মোড়ে পথসভা হয় এই পথসভায় হাজার হাজার জমিয়ত কর্মীরা উপস্থিত হন। এই বিল প্রত্যাহার না হলে আগামী দিনে তীব্র থেকে তীব্রতর আন্দোলন করবে জমিয়ত সহ বিভিন্ন সংগঠন, এমনটাই জানিয়েছেন মুফতি আমিন উদ্দিন সাহেব।

ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনা হাবড়ায়

মোস্তাফিজুর রহমান ● হাবড়া

আপনজন: সম্প্রতি আলোচনার কেন্দ্রে থাকা ওয়াকফ সংশোধনী বিল'কে কেন্দ্র করে অলবেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন সংগঠনের এক আলোচনা সভা হল।

মঙ্গলবার হাবড়া থানার অন্তর্গত মহিষপুকুর জামে মসজিদে এলাকার সমস্ত ইমাম মুয়াজ্জিনের উপস্থিতিতে, ওয়াকফ বিল নামক 'কালা কানুন'এর বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ হবে,সে বিষয়ক মূলত আলোচনা হয়। সংগঠনের সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আমিনী বলেন,'ওয়াকফ আল্লাহর সম্পত্তি, একে রক্ষা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।সুতরাং এই বিল বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই করতে থাকব।' এ বিষয়ে ইসলামিক স্কলার আফজাল বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তি কাউকে দান করা যায় না,কাউকে উত্তরাধিকার সূত্রে দেওয়া যায় না, হস্তান্তর করা যায় না। সুতরাং ওয়াকফ বিল আমরা মানবো না। সংগঠনের হাবড়া ২ নং শাখার সম্পাদক হাফেজ জিয়াউল বলেন, সুপ্রিম কোর্ট যদি এই বিল বাতিল না করে,তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা কলকাতার রাজপথ অবরুদ্ধ করে দেব।'

স্কুল থেকে ৬ জন শিক্ষকের চাকরি যাওয়ায় হতাশ পড়ুয়ারা

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে কেবল একটি স্কুল থেকে ৬ জন শিক্ষকের চাকুরি যাওয়ায় হতাশ অভিভাবকেরা। তার উপর আবার ঘরের গৃহ কর্তাই নেই। যিনি ছিলেন স্কুলের অভিভাবক তথা টিচার ইনচার্জ। সুপ্রিম রায়ে চাকরি চলে গিয়েছে। ফলে অসহায় হয়ে পড়েছে স্কুল পড়ুয়া থেকে অভিভাবকেরা। অসহায় হয়ে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। কারণ সুপ্রিম রায়ে গ্রামের স্কুল থেকে এতগুলো শিক্ষক চলে গেলে স্কুলটি চলবে কিভাবে। সেটাই জানতে মঙ্গলবার দুপুরে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের ভগলদিঘী গ্রামবাসী সহ অভিভাবকরা স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের কাছে খোঁজখবর নেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের নির্দেশে এই ভগলদিঘী হাই স্কুলের ৫ জন শিক্ষক এবং ১ জন অশিক্ষক কর্মী সহ মোট ৬ জন স্কুলে আসা ছেড়েই দিয়েছেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে চাকরি-হারা শিক্ষকদের ভলেন্টিয়ার হিসেবে স্কুলে যাওয়ার কথা বলেছেন। তবুও কিন্তু বাতিলের তালিকায় থাকা শিক্ষকরা মঙ্গলবারের দিন স্কুলে যোগ দেননি। ফলে বিপাকে পড়েছেন স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা। ওই শিক্ষকেরা বাতিল কিনা যদিও জেলা বা রাজ্য থেকে সেই নির্দেশও আসেনি। এই দ্বিধাদন্তে দোটানার মধ্যে কি হবে স্কুলের ভবিষ্যৎ। সেই নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন অভিভাবক সহ গ্রামবাসীরা। কারণ স্কুলটিতে বর্তমানে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ২ হাজার ২০০ জন। সেখানে মোট শিক্ষক ছিলেন ১৫ জন। তার মধ্যে পাঁচ জন শিক্ষক এবং একজন অশিক্ষক কর্মীর চাকুরী গিয়েছে। এখন এই ৬ জন বেরিয়ে যাওয়ার পর ২ হাজারের অধিক ছেলে মেয়েদের পড়াচ্ছেন মাত্র ১০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা। যেখানে পড়ুয়া সংখ্যানুপাতে শিক্ষক প্রয়োজন ৩৩ জন। এমন টানা পোড়নে স্কুল চলবে কি ভাবে। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ কি হবে। সেই চিন্তায় কিন্তু ঘুম গিয়েছে অভিভাবকদের। তবে এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় আগামী বুধবার টিচার ইনচার্জ তৈরি করা হবে বলে স্কুল পরিচালন কমিটির তরফে জানিয়েছেন।

ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে ইলামবাজারে সর্বধর্ম সমন্বয় মিছিল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূমে ইলামবাজার থানার অন্তর্গত ইলাম বাজারে কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকাফ বিল নতুন করে সংশোধন করে সংসদের দুই কক্ষে পাস করানোর পর রাষ্ট্রপতি সই করে আইনে পরিণত করেছে। তারই প্রতিবাদে ইলামবাজারে সর্বধর্ম সমন্বয়ে মানুষজন পথে নেমে বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করলেন। তাদের দাবি এই নতুন আইন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ জনদের জনস্বার্থ বিরোধী। তাই অবিলম্বে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিল প্রত্যাহার করতে হবে। না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে পথে নামবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের বীরভূম জেলার সহ-সভাপতি হাফিজ মোহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ সাহেব বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সংসদ ভবনে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে এই ওয়াকাফ বিল তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও জোর করে পাস করিয়ে নেয়। পরবর্তীকালে তা রাতের অন্ধকারে রাষ্ট্রপতির সই এর মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়েছে। এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, সংবিধান আমাদেরকে অধিকার দিয়েছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মসজিদ, ঈদগা, মাদ্রাসা ও কবরস্থান দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন পাস এর মধ্য দিয়ে তা কেড়ে নিতে চেয়েছে। আমরা তা কোনভাবেই মেনে নেব না। তাই এরই প্রতিবাদে আমরা আগামী ১০ এপ্রিল কলকাতার রামলীলা ময়দানে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছি। সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে আবেদন আপনারা সবাই সমাবেশে যোগদান করুন। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী আমল থেকে যে ক্ষমতা রক্ষণাবেক্ষণ এর ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ছিল এই ওয়াকাফ বিল পাস করার পর তা লঙ্ঘিত হচ্ছে। যতদিন না পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই কালা আইন প্রত্যাহার করছেন, ততদিন আমরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাবো। তিনি আরো জানান এরপর আমরা আরও বৃহতর আন্দোলনে নামবো। এদিন এই পথসভা ও মিছিলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী মনীষা বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।।

পরকীয়া প্রেমের জেরে স্ত্রীকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ স্বামীর

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন. স্ত্রীকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পন স্বামীর সোনারপুরের মাহিনগরের ঘটনা।আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে খুনের ছক কষেছিল স্ত্রী। তবে সেই ষড়যন্ত্রের জালেই শেষ পর্যন্ত প্রাণ গেল স্ত্রীর। স্ত্রীর হত্যার পর নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে স্বামী।পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানা এলাকার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার মালঞ্চের মাহিনগরে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ক্যানিংয়ের হেরোভাঙা এলাকার বাসিন্দা বাপি গায়েন বছর আটেক আগে প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন প্রতিবেশী প্রিয়াঙ্কা গায়েনকে।বিয়ের পর কাজের সূত্রে বাপি পার্ক সার্কাসের একটি কারখানায় চাকরি পান। তারপর স্ত্রীকে নিয়ে সোনারপুরের মাহিনগরে ভাড়াবাড়িতে থাকতে শুরু করেন।

সেই ভাড়াবাড়ির পাশের ঘরেই থাকতো সুপ্রকাশ দাস ও তাঁর স্ত্রী। সূত্রের খবর, ধীরে ধীরে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্রতিবেশি সুপ্রকাশের।শুরু হয়ে যায় গোপন প্রেম।আর বিষয়টি জানতে পেরে অশান্তি শুরু হয় বাপি-প্রিয়াঙ্কার সংসারে। এরই মধ্যে স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায় সুপ্রকাশ। তবুও সুপ্রকাশের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার সম্পর্ক ছিলই।দু'জনে মাঝে মাঝেধানমাঠ এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে একসঙ্গে সময় কাটাতেন। এই খবর পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বাপি। জানা গিয়েছে, স্বামীকে খুনের পরিকল্পনা করছিল প্রিয়াঙ্কা ও সুপ্রকাশ। সেই কথা ফোনে কথা বলার সময় শুনে ফেলেন বাপি। তারপরেই নিজের জীবন বাঁচাতে এবং প্রতিশোধ নিতে সিদ্ধান্ত নেন স্ত্রীকে খুন করার।অভিযোগ, রাতে স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়তেই শ্বাসরোধ করে খুন করেন বাপি।স্ত্রীকে খুনের পর নিজের অপরাধ স্বীকার করে সোজা সোনারপুর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন তিনি।পুলিশ দেহ উদ্ধার করে মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অভিযুক্ত বাপিকে জেরা করে ঘটনার সম্পূর্ণ তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।আরএই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ইসরোর শিবিরে যোগ দেবে মেমারির দুই পড়ুয়া

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল মেমারি ক্রিস্টাল মডেল স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী কুশারী চক্রবর্তী ও সপ্তক ঘোষ। আগামী ১৮ মে ইসরোর সেন্টারে পৌঁছাবে কুশারী ও সপ্তক । শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে ৩১ মে পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নেবে তারা । এই খবরে খুশির হাওয়া তার স্কুল সহ এলাকায়। সপ্তক ও কুশারী'র বাবা মা'র কথায়, ছোটবেলা থেকেই মহাকাশ বিষয়ে আগ্রহ , ভবিষ্যতে তাদের লক্ষ্য বিজ্ঞানী হওয়া। শিবিরে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেতে অনলাইনে বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাদের। সমগ্র ভারত থেকে দুই লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর মধ্য থেকে মাত্র ০.১৭৫ শতাংশ সুযোগ পেয়েছে । ৭ এপ্রিল ফল প্রকাশিত হতে দেখা যায়, সুযোগ পেয়েছে তারা দুজন। মেমারি ক্রিস্টাল মডেল স্কুলের প্রিন্সিপাল অরুণ কান্তি নন্দী বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভাকে খুঁজে বার করা ও তাদের উদ্দীপিত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা, তারই ফল পেলাম। স্কুলের সুনাম বাড়ল।

কুৎসার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ মহিলা তৃণমূল নেত্রীর

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সামাজিক মাধ্যমে কুৎসা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ মহিলা তৃণমূল নেত্রীর। মঙ্গলবার বালুরঘাট থানায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম। মূলত রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রীর নির্দেশে এ দিন থানায় লিখিত অভিযোগ দয়া করা হয়েছে বলেই জানান তিনি। জানা গিয়েছে, কিছুদিন ধরেই সমাজ মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে অপপ্রচার করা হচ্ছে বলেই অভিযোগ। টাকা দিয়ে চাকরি নেবার কথা বলা হচ্ছে প্রচারে। মূলত যারা এই ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছেন এবং রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করবার চেষ্টা করছেন, তাদের আটক করে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক প্রশাসন। এই দাবিতেই এদিন বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে যারা এই ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছেন তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম জানান, 'রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নির্দেশে আজ আমরা বালুরঘাট থানা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

কালিগঞ্জ বিধানসভার ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার কালিগঞ্জ বিধানসভার ক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন কর্মসূচি। কালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চলেছে নদীয়া জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং নদীয়া জেলা প্রশাসন। ১২,১৩,১৯ এবং ২০ এই চারটি তারিখে বুথ লেভেল অফিসারদের সাথে স্পেশাল ক্যাম্পেইন করবে, এ সমস্ত লোকাল বুথ আছে সেগুলোতে। এছাড়াও বিশেষ দিনগুলোতে সাধারণ ভোটাররা যারা এখনো পর্যন্ত ভোটের লিস্টের নাম নথিভুক্ত করতে পারেনি তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। কালিগঞ্জের বিধানসভার জন্য ৫ই মে চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করবে জেলা প্রশাসন থেকে। মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনিক ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানালেন নদীয়ার জেলাশাসক এস অরুন প্রসাদ। ইতিমধ্যেই কালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র এবং ভোটার তালিকা নিয়ে গত ২ এপ্রিল সর্বদলীয় বৈঠক করেছেন জেলা শাসক। কালিগঞ্জ বিধানসভার মোট ভোটারের সংখ্যা এখনো পর্যন্ত ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৭৮ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৬০৩ জন এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৩ হাজার ২৭১ জন এবং অন্যান্য ৪ জন। কালিগঞ্জ বিধানসভা মোট পোলিং স্টেশন সংখ্যা ৩০৯টি এই প্রত্যেকটি পোলিং স্টেশনে বুথ লেভেল অফিসাররা বসবেন ভোটার তালিকা সংশোধনীর জন্য। উপ নির্বাচন হবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয় তবুও নদীয়া জেলা প্রশাসন নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় এগিয়ে রাখছেন বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা চেয়ে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল হল কলকাতার রাজপথে।

ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি ইমরান খান, বাবুল সেখ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারন সম্পাদক কাশিফ রেজা, আসিফ খান, সর্ব ভারতীয় যুব কংগ্রেস কমিটির মূখপাত্র মৌমিতা কালি,রাজ্য যুব কংগ্রেস কমিটির সাধারন সম্পাদক কৌশিক বৈদ্য, অর্গ্য গন, আকিব গুলজার,সুরেশ দাস,সোয়াখিন আলম,মুরসালীন ফারহান, মধ্য কলকাতা জেলা যুব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মোঃ সেলিম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তার পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঔষধের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তর্গত গোবরডাঙ্গা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে, ঔষধ সহ সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল অনুষ্ঠিত হলো। মঙ্গলবার বিকালে গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান ও তৃণমূল নেতা শংকর দত্তের নেতৃত্বে গোবরডাঙ্গা স্টেট ব্যাংকের সামনে থেকে পিকলার মোড় পর্যন্ত মিছিলে পা মেলান কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা।

বিক্ষোভ মিছিল জয়নগরের খাকুড়দহে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল হয়ে গেল জয়নগরে। ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে জয়নগর থানার খাকুড়দহ জাঙ্গালিয়া ব্লক জমিয়তের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকালে খাকুড়দহ থেকে বেলিয়াচন্ডী বাজার ,বাংলার মোড় হয়ে গুদামের হাট হয়ে খাকুড়দহে গিয়ে মিছিল শেষ হয়।এপ্রিলের শুরুতে সংসদে পাস হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী বিল সম্পূর্ণ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত এই প্রতিবাদ কর্মসূচি চলবে বলে এদিন উদ্যোক্তাদের তরফে ঘোষণা করা হয়।আর এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলে যেকোনো ধরনের গন্ডগোল এড়াতে জয়নগর থানার আইসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ নওদায়

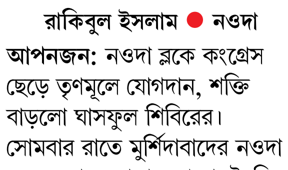

রাকিবুল ইসলাম ● নওদা

আপনজন: নওদা ব্লকে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান, শক্তি বাড়লো ঘাসফুল শিবিরের। সোমবার রাতে মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লকের আলমডাঙ্গা বুথে রাজনৈতিক পালাবদলের এক উল্লেখযোগ্য মুহূর্তের সাক্ষী রইল এলাকা। প্রাক্তন মেম্বার মহিদুল ইসলাম, বুলেট সেখ এবং বিমান সেখ আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শফিউজ্জামান শেখ। এদিন উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা।

ঘটকপুকুরে সভা

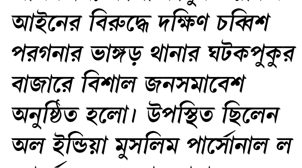

আপনজন: কালা কানুন ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙ্গড় থানার ঘটকপুকুর বাজারে বিশাল জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মাওলানা কামরুজ্জামান, আইনজীবী শামীম আহমেদ, ইমামনেতা মাওলানা মিজানুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান লস্কর প্রমুখ।

মরক্কোয় রোনাল্ডোর হোটেলে আগুন

আপনজন ডেস্ক: ফুটবলের বাইরে অন্যান্য জগতেও সাবলীল বিচরণ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর। ব্যবসায়ী হিসেবেও এরই মধ্যে বেশ খ্যাতি জুটেছে তাঁর। নানা ধরনের ব্যবসার মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রোনাল্ডোর হোটেল ব্যবসাও আছে। বিভিন্ন সময় বিলাসবহুল হোটেল ব্যবসার কারণে সংবাদের শিরোনামও হয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি আরও একবার হোটেল ব্যবসার কারণে সংবাদের শিরোনাম হলেন রোনাল্ডো। যদিও কারণটা একেবারে ভিন্ন। এবার রোনাল্ডো শিরোনামে এসেছেন মূলত তাঁর মালিকানাধীন হোটেলে আগুন লাগায়।

গত শনিবার মরক্কোর মারাকেশে রোনাল্ডোর হোটেল ‘পেস্তানা সিআর সেভেন’-এ আগুন লাগার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পর্তুগিজ সংবাদপত্র আ বোলা। তবে অগ্নিনির্বাপণ দল জরুরি ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে বলেও জানিয়েছে তারা।

এদিকে মরক্কো ওয়ার্ল্ড নিউজ জানিয়েছে, আগুন লাগাটির ঘটনাটি খুব বেশি বড় ছিল না। পাশাপাশি হোটেলের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ইমার্জেন্সি দলও বেশ ত্বরিত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। যে কারণে আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে এবং অন্য জায়গাগুলোতে ছড়িয়ে পড়াও থামানো গেছে। তা ছাড়া এই আগুন দুর্ঘটনায় শারীরিকভাবে কেউ ক্ষতিগ্রস্তও হয়নি।

মারাকেশে রোনাল্ডোর মালিকানাধীন বিলাসবহুল এই হোটেলটি চালু করা হয় ২০১৯ সালে। দুটি রেস্টুরেন্ট, একটি জিম, স্পা এবং সুইমিং পুলসহ এই হোটেলে সব মিলিয়ে কক্ষ সংখ্যা ১৬৮টি। তবে পেস্তানা সিআর সেভেন ব্র্যান্ডের এটিই একমাত্র হোটেল নয়। লিসবন এবং মাদেইরাসহ বিশ্বের আরও কিছু জায়গা এই হোটেলের শাখা আছে বলে জানা গেছে।

ফিফা কেন ইসরায়েলকে শাস্তি দেয় না

আপনজন ডেস্ক: গত ১৮ মার্চ থেকে গাজায় পুনরায় আগ্রাসন শুরু করেছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, এর পর থেকে ১ হাজার ৩৩০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছেন। আর গত ১৭ মাসের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৫০ হাজার ৫২৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হন এবং আহত ১ লাখ ১৪ হাজার ৬৩৮ জন। এই সামরিক হামলা ও ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ইসরায়েলের কিছু ক্লাবের অবস্থানের কারণে গত বছর মে মাসেই দেশটিকে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছিল ফিলিস্তিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। ফিফা গত অক্টোবরে জানায়, এই বিষয়ে তদন্ত করা হবে। এর আগে ২০১৭ সালেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠলে ফিফা জানিয়েছিল ‘রাজনীতি ও ধর্মীয় বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকবে।’ যদিও সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, রাজনৈতিক কারণেই ফিফা ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করে না। এ নিয়ে গত মাসে যুক্তরাজ্যকেন্দ্রিক ওয়েবসাইট ‘মিডল ইস্ট আই’তে ‘ফিফা কেন ইসরায়েলকে শাস্তি দেয় না’—শিরোনামে প্রতিবেদন লেখেন স্কটিশ লেখক, জলবায়ুকর্মী কোল ম্যাককাইল। লেখাটি বাংলায় তুলে ধরা হলো—

১৯৭৬ সালের মার্চ মাস। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধনে আর্জেন্টিনায় সামরিক জান্তার ক্যুতে উৎখাত হলো ইসাবেল পেরন সরকার। দুই দিন পর ফিফা সভাপতি বললেন, ১৯৭৮ বিশ্বকাপ আয়োজনে আর্জেন্টিনা ‘এখন আগের চেয়েও বেশি প্রস্তুত’। হোর্হে রাফায়েল ভিদেলার সেই স্বৈরশাসনে প্রায় এক দশক রক্তপাত চলে আর্জেন্টিনায়। ‘নিখোঁজ’ হন প্রায় ৩০ হাজার মানুষ। কিন্তু ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির হর্তাকর্তারা এতে গা করেননি। ১৯৭৮ বিশ্বকাপ শেষে টুর্নামেন্টটির আয়োজকদের অন্যতম আর্জেন্টিনা নৌবাহিনীর ভাইস অ্যাডমিরাল কার্লোস লাকোস্তেকে সহসভাপতি বানায় ফিফা। চলতি মাসের (মার্চ) শেষ দিকে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু করবে (হয়ে গেছে) ইসরায়েল। প্রতিযোগিতাটি থেকে ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করার আহ্বান প্রতিহত করার ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে ফিফা। সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসেবে দেশটির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএফএ) অন্ধকার ইতিহাস আছে।

ফিলিস্তিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (পিএফএ) ১৯৯৮ সালে ফিফার সদস্যপদ পাওয়ার সময় থেকে ইসরায়েলের অবৈধ দখলদারত্ব দেখেও দেখছে না ফিফা, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি ফিফার প্রতিশ্রুতির সরাসরি লঙ্ঘন। দশকের পর দশক ইসরায়েল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএফএ) ইন্ধনে অবৈধভাবে জায়গা দখল করে আছে ফুটবল ক্লাবগুলো, যা পরিষ্কারভাবে ফিফার আইনের পরিপন্থী। যেখানে বলা হয়েছে, ‘সদস্য অ্যাসোসিয়েশন এবং তাদের ক্লাবগুলো আরেকটি সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের অঞ্চলে তাদের অনুমতি ছাড়া খেলতে পারবে না।’

ইসরায়েলি সমর্থকদের খুবই নিন্দনীয় আচরণ দীর্ঘদিন ধরে সবার চোখ এড়িয়ে যায়। ৫ বছর আগে বেইতার জেরুজালেমকে ‘ইসরায়েলের সবচেয়ে বর্ণবাদী’ ক্লাব হিসেবে ঘোষণা করে ‘দ্য ইকোনমিস্ট’। এই সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছিল, ক্লাবটির সমর্থকেরা ‘প্রতিপক্ষ দলের আরব খেলোয়াড়দের “সন্ত্রাসী” বলে।’ আইএফএর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে না পারার ব্যাখ্যায় ২০১৭ সালে ফিফার পক্ষ থেকে বলা হয় ‘রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান’ তাদের। কিন্তু ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর রাশিয়াকে খুব দ্রুত ২০২২ বিশ্বকাপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। ফিফার ‘খেলার জন্য, বিশ্বের জন্য’ স্লোগানটি এ ক্ষেত্রে আংশিকভাবে কার্যকর হয়েছে।

এই লেখায় ফিফাকে মন্তব্য করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং সংস্থাটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু লেখাটি প্রকাশের আগপর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিশেষ ছকে কাজ হচ্ছে কোহলির বেঙ্গালুরুর

আপনজন ডেস্ক: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু—নামটা শুনলে কী মাথায় আসে? বিরাট কোহলিরা রান করছেন। ব্যাট হাতে মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলছেন। কিন্তু বিপরীত চিত্র বোলারদের। তাঁরা মাথা তুলতে পারছেন না। ব্যাটিং-বোলিংয়ে কাঙ্ক্ষিত ভারসাম্যটাই নেই। এই তো! ভিন্ন কিছু মাথায় আসা কঠিন। কারণ, ১৭ বছর ধরে যে অনেকটাই একই ছকেই দেখা গেছে বেঙ্গালুরুকে। এবার সেই ধরাবাঁধা ছকটাই ভাঙছে বেঙ্গালুরু। এরই মধ্যে অ্যাওয়ে ম্যাচে জিতেছে চেন্নাই, মুম্বাই ও কলকাতার বিপক্ষে। আইপিএল ইতিহাসে দ্বিতীয় দল হিসেবে এক মৌসুমে এই তিনটি দলকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়েছে বেঙ্গালুরু।

হ্যাঁ, সব মিলিয়ে ম্যাচ হয়েছে মাত্র ৪টি। প্রথম পর্বেই ম্যাচ বাকি ১০টি। বলতে পারেন, এরই মধ্যে সিদ্ধান্তে আসা কঠিনই! তবে শুরুর ঝলকে বেঙ্গালুরু বুঝিয়ে দিয়েছে ‘প্রথাগত পারফরম্যান্স’ আর নয়। ১৮ বারের চেষ্টাতে দল হিসেবে খেলেই প্রথমবার শিরোপা জিততে চায় বিরাট কোহলির বেঙ্গালুরু। এবার আলাদা কী এমন করছে বেঙ্গালুরু, সেটা দেখে নেওয়া যাক—

ভারতীয় ক্রিকেটারদের ইমপ্যাক্ট ফুল পারফরম্যান্স

দেবদূত পাড়িক্কাল ও জিতেশ শর্মার কথাই ধরুন। পাড়িক্কাল এবারের আইপিএলে ৪৯টি বল খেলেছেন। বাউন্ডারি মেরেছেন ১১টিতে। রান করেছেন ১৫৯ স্ট্রাইক রেটে। এই দলে তাঁর কাজ বড় ইনিংস খেলা নয়। ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসেবে ৩ নম্বরে নেমে রানের গতিটা বাড়ানোই এই বাঁহাতির কাজ। সেটা তিনি করছেনও। উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান জিতেশের স্ট্রাইক রেট তো ১৮৪। নিজের ভূমিকাটা ভালোভাবেই পালন করছেন এই ব্যাটসম্যান। কাল মুম্বাইয়ের বিপক্ষেও খেলেছেন ১৯ বলে ৪০ রানের ইনিংস। এই দুজনের মধ্যে ভারতীয় ব্যাটসম্যান আছেন রজত পাতিদার। ৪ ম্যাচে যিনি ফিফটি করেছেন ২টিতে, রান করেছেন ৪০ গড় আর ১৭৫ স্ট্রাইকরেটে। তাঁদের সঙ্গে যোগ করুন ক্রুনাল পান্ডিয়ার নাম। ৪ ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন ৭টি। কঠিন সময়ে বোলিং করে দিচ্ছেন এই বাঁহাতি। ভুবনেশ্বর কুমার তো আছেনই! ৩ ম্যাচে ৩ উইকেট নেওয়া এই পেসারের ইকোনমি ৮.৭৭। আইপিএল ইকোনমি ৯-এর নিচে রাখাও তো অর্জন। কোহলি তো এবারও এখন পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।

রজত পাতিদার ফ্যাক্টর

২০২২ আসর থেকে বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক ছিলেন ফাফ ডু প্লেসি। এবার বেঙ্গালুরু ডু প্লেসিকে ধরে না রেখে অধিনায়ক করেছে রজত পাতিদারকে। অপেক্ষাকৃত নতুন মুখের কাঁধে অধিনায়কত্ব দিয়ে এবার অনেকটাই নতুন করে শুরু করতে চেয়েছিল বেঙ্গালুরু। আর সেটা তারা পেরেছেও। পাতিদারও অধিনায়ক হিসেবে কঠিন পরীক্ষায় পাস করে যাচ্ছেন। বেঙ্গালুরুর এই যে দল হয়ে ওঠা, এর কৃতিত্ব তো অধিনায়ক হিসেবে তিনি পাবেনই! কোহলি আছেন তাঁর মতোই বেঙ্গালুরুতে এবার যে যাঁর কাজটা করছেন। জশ হ্যাজলউডের নেতৃত্বে বোলিং বিভাগ দারুণ করছে। ব্যাটিংয়ে ফিল সল্ট, পাতিদাররাও নিজেদের কাজটা করছেন। মানে বেঙ্গালুরু আর শুধু কোহলিনির্ভর নয়। এই ‘ট্রানজিশনের’ মধ্যেও কোহলি তাঁর মতোই আছেন। ৪ ম্যাচে ১৬৪ রান করেছেন। ৪৪.৬৬ গড় ও ১৪৩ স্ট্রাইক রেটে কোহলির এই রান ভালোভাবেই দলের কাজে আসছে।

অলরাউন্ড বোলিং আক্রমণ

নতুন বল নিয়ে বেঙ্গালুরুর চিন্তা নেই। একদিকে হ্যাজলউড, অন্যদিকে ভুবনেশ্বর থাকতে আর ভাবনা কিসের! চিন্তা যা ছিল ডেথ ওভার নিয়ে। সেই পরীক্ষায়ও বেশ ভালোভাবে কাল উতরে গেল বেঙ্গালুরু। মুম্বাইয়ের বিপক্ষে কাল শেষ ৩ ওভারে ৪১ রান ডিফেন্ড করতে হতো বেঙ্গালুরুর। উইকেটে তখন ছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া ও তিলক বর্মা। দুজনেই তখন উইকেটে থিতু। ম্যাচের ছন্দও ছিল তাঁদের পক্ষে। পান্ডিয়া তখন ব্যাটিং করছিলেন ১১ বলে ৩৫ আর তিলক ২৮ বলে ৫৬ রানে। সেখান থেকে ম্যাচ বের করে ফল নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে পেরেছেন বেঙ্গালুরুর বোলাররা। ভুবনেশ্বর, হ্যাজলউড ও ক্রুনালের করা ৩ ওভারে রান ওঠে মাত্র ২৮। বেঙ্গালুরুতে বিশ্বমানের স্পিনার নেই। সুয়শ শর্মা, ক্রুনাল পান্ডিয়াদের সামর্থ্য নিয়েও প্রশ্ন ছিল। তাঁরা কেউই ওই অর্থে টুর্নামেন্টে রাজত্বও করছেন, তা-ও নয়! তবে তাঁরাও নিজেদের কাজটা করেছেন। এই যেমন কালকের ম্যাচে সুয়শ কোনো উইকেট না পেলেও ৪ ওভারে খরচ করেছেন মাত্র ৩২, ২০০ রানের ম্যাচে যা দারুণ। পান্ডিয়া আবার ৪৫ রান দিলেও উইকেট নিয়েছেন ৪টি। মানে সবাই নিজেদের কাজটা করাতেই এবারের আইপিএলে ভিন্ন বেঙ্গালুরুর দেখা মিলছে।

লিভারপুলের প্রাক্তন ইসরায়েলি মিডফিল্ডারের বাড়িতে গ্রেনেড হামলা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে নিজের বাসায় গ্রেনেড হামলা থেকে বেঁচে গেছেন লিভারপুলের সাবেক মিডফিল্ডার ইয়োসি বেনায়ুন। ইসরায়েল ফুটবল দলের সাবেক এই অধিনায়ক মনে করেন, তেল আবিবের কাছাকাছি রামাত হাশারুনে অবস্থিত তাঁর বাসায় ভুল করে আক্রমণ করা হয়েছে। গত রোববার রাতে তাঁর বাসায় গ্রেনেড ছুঁড়ে মারা হয়।

ওয়েস্ট হামের হয়ে এফএ কাপে রানার্সআপ ও চেলসির হয়ে ইউরোপা লিগজয়ী ৪৪ বছর বয়সী বেনায়ুন আক্রমণের সময় বাসাতেই পরিবারের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। মোটরবাইকে করে এক ব্যক্তি এসে বেনায়ুনের বাসার দরজা দিয়ে গ্রেনেডটি ছুড়ে মারেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন জানিয়েছে, রাত ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। দুস্কৃতকারী পালিয়ে যান।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান জানিয়েছে, গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হওয়ার পর বেনায়ুন ভেবেছিলেন, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়েছে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি তবে বেনায়ুনের বাসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিভিয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

পুলিশের এক মুখপাত্র বলেন, ‘গ্লিলোত স্টেশনের পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। বিস্ফোরণের কারণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে কেউ হতাহত হননি।’

ইসরায়েলের হয়ে সর্বোচ্চ ১০১ ম্যাচ খেলা বেনায়ুন মনে করেন, অপরাধীরা ভুল করে তাঁর বাসায় আক্রমণ করেছেন, ‘এটা অবশ্যই একটি ভুল।

‘রিয়াল সেমিতে যাবে না, বার্সা জিতবে চ্যাম্পিয়নস লিগ’—বলছে সুপার কম্পিউটার

আপনজন ডেস্ক: লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে আর্সেনালের বিপক্ষে আজ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগের ম্যাচ খেলতে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ। ধার ও ভার বিবেচনায় এ ম্যাচে রিয়ালকেই এগিয়ে রাখবেন বেশির ভাগ ফুটবলপ্রেমী। কিন্তু অপ্টার সুপার কম্পিউটার বলছে অন্য কথা। কোয়ার্টার ফাইনালের সীমানা পেরিয়ে নাকি সেমিফাইনালে যেতে পারবে না রিয়াল।

কোয়ার্টার ফাইনালের বাধা পেরিয়ে কোন দল সেমিফাইনালে যাবে, অপ্টার সুপার কম্পিউটার শুধু সেটা অনুমান করেই থেমে থাকেনি। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা কোন দল জিতবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছে সুপার কম্পিউটার—বার্সেলোনা।

ব্রিটিশ ক্রীড়া পরিসংখ্যানবিষয়ক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান অপ্টার সুপার কম্পিউটার ১০ হাজারের বেশি সিমুলেশন ব্যবহার করে এ অনুমান করেছে। অনুমান অনুযায়ী, ফাইনালে বার্সেলোনা প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবে লুইস এনরিকের পিএসজিকে।

রিয়াল ও আর্সেনালের মধ্যে কোন দল সেমিফাইনালে উঠবে—এই সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুপার কম্পিউটার কোনো দলকেই খুব একটা পিছিয়ে রাখেনি। রিয়ালের সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে ৪৯.৮ শতাংশ, আর্সেনালের ৫০.২ শতাংশ।

সুপার কম্পিউটার লা লিগার ভবিষ্যদ্বাণীও হালনাগাদ করেছে। সেখানেও রিয়ালের জন্য সুখবর নেই। অপ্টার সুপার কম্পিউটারের অনুমান অনুযায়ী, এবারের লা লিগার শিরোপা জয়ে বার্সেলোনাই একচ্ছত্র ফেবারিট। কাতালান ক্লাবটির লা লিগা জয়ের সম্ভাবনা ৮৫.২০ শতাংশ।

সুপার কাপে মোহনবাগান, মহামেডান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলার পূর্ণাঙ্গ সূচি

আপনজন ডেস্ক: সুপার কাপ ২০২৫-এর প্রতিযোগিতার সূচি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। সামনে চলে এসেছে সুপার কাপের সূচি। এবার নকআউট ফরম্যাটে খেলা হবে এই টুর্নামেন্ট। আর প্রথম দিনই মাঠে নামতে চলেছে কলকাতার দুই প্রধান মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল।

কিন্তু আই লিগ শেষ হয়ে গেলেও আইনি জটিলতায় আইলিগ চ্যাম্পিয়নের নাম এখনও ঘোষণা করা যায়নি। ফলে, আই লিগ কারা সুপার কাপে খেলবে, তা এখনও পরিষ্কার নয়।

এদিকে সোমবার, সুপার কাপের সূচি প্রকাশ করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে যে এই টুর্নামেন্ট খেলা হবে, তা আগে থেকেই পরিষ্কার ছিল। আর এবার সম্পূর্ণ সূচিটি সামনে চলে এসেছে।

উল্লেখ্য, আইএসএল শেষ হচ্ছে আগামী ১২ এপ্রিল। আর তারপরেই ২০ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে সুপার কাপ।

এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ ৩মে। সূচি অনুযায়ী, টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই মাঠে নামতে চলেছে সবুজ মেরুন এবং লাল হলুদ। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। অপরদিকে, আই লিগের তৃতীয় স্থানে থাকা দলের বিরুদ্ধে খেলতে হবে মোহনবাগানকে।

যদিও আই লিগের চূড়ান্ত ফলাফল এখনও সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি, তবে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে রিয়াল কাশ্মীর এফসির।

এদিকে আবার মহামেডানকে রেখেই সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২৪ এপ্রিল নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে তাদের। আর ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান যদি নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় পায়, তাহলে আগামী ২৬ এপ্রিল কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হতে পারে দুই দল।

কিন্তু আই লিগের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানে কোন দুটি দল থাকবে? কারণ, নামধারীর বিরুদ্ধে ইন্টার কাশীর তিন পয়েন্টের আবেদন আপাতত অ্যাপিল কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য আটকে আছে। জানা যাচ্ছে, আগামী ২৮ এপ্রিল এই ইস্যুতে একটি শুনানি হবে।

সুপার কাপের সম্পূর্ণ সূচিঃ

২০ এপ্রিল: কেরালা ব্লাস্টার্স বনাম ইস্টবেঙ্গল (দুপুর ৪.৩০ মিনিট)
২০ এপ্রিল: মোহনবাগান বনাম আই লিগের তৃতীয় ক্লাব (রাত ৮টা)
২১ এপ্রিল: এফসি গোয়া বনাম আই লিগের দ্বিতীয় ক্লাব (দুপুর ৪.৩০টা)
২১ এপ্রিল: ওড়িশা এফসি বনাম পাঞ্জাব এফসি (রাত ৮টা)
২৩ এপ্রিল: বেঙ্গালুরু এফসি বনাম আই লিগের প্রথম ক্লাব (দুপুর ৪.৩০টা)
২৩ এপ্রিল: মুম্বই সিটি এফসি বনাম চেন্নাইয়ান এফসি (রাত ৮টা)
২৪ এপ্রিল: নর্থইস্ট ইউনাইটেড বনাম মহমেডান (দুপুর ৪.৩০টা)
২৪ এপ্রিল: জামশেদপুর এফসি বনাম হায়দ্রাবাদ এফসি (রাত ৮টা)
২৬ এপ্রিল: ২টি কোয়ার্টার ফাইনাল
২৭ এপ্রিল: ২টি কোয়ার্টার ফাইনাল
৩০ এপ্রিল: ২টি সেমিফাইনাল
৩মে: ফাইনাল

‘ধর্ম অবমাননার’ অভিযোগে শাস্তি পেলেন আর্জেন্টাইন তারকা

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে দুঃসংবাদ শুনলেন ইন্টার মিলান অধিনায়ক লাওতারো মার্তিনেজ। ছন্দে থাকা মার্তিনেজকে জরিমানা করেছে ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (এফআইজিসি)। তবে জরিমানার অঙ্কের চেয়ে যে কারণে জরিমানা গুনতে হচ্ছে, সেটিই এখন বেশি আলোচনার কেন্দ্রে, যা মার্তিনেজের জন্য বিব্রতকরও বটে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি জুভেন্টাসের বিপক্ষে ম্যাচের পর ফেডারেল প্রসিকিউটরের অফিস মার্তিনেজের বিরুদ্ধে ‘ধর্ম অবমাননার’ অভিযোগ আনে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মূলত জরিমানা করা হয়েছে তাঁকে। এক বিবৃতিতে মার্তিনেজকে শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এফআইজিসি। বিবৃতিতে বলা হয়, মার্তিনেজ দুইবার ব্লাসফেমি বা ধর্ম অবমাননাকর শব্দ উচ্চারণ করেন, যা টেলিভিশনে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। যদিও কোন শব্দ উচ্চারণের কারণে মার্তিনেজকে এই শাস্তি পেতে হলো, সেটি বলা হয়নি বিবৃতিতে। বিবৃতিতে ইতালিয়ান ফেডারেশন জানিয়েছে, এ ধরনের আপত্তিকর ভাষার ব্যবহার স্পোর্টিং জাস্টিস কোডের ৩৭ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন, যা এক ম্যাচের জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধও বটে।

অদ্ভুত এক নিয়মের কারণে মেসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামিতে খেলতে পারেন ডি ব্রুইনা

আপনজন ডেস্ক: এ মৌসুম শেষে ম্যানচেস্টার সিটি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন কেভিন ডি ব্রুইনা। বেলজিয়ান মিডফিল্ডারের সিটি ছাড়ার ঘোষণা আসার পর থেকেই তাঁর পরবর্তী গন্তব্য নিয়ে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। এর মধ্যে সামনে এসেছে লিওনেল মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামির নামও। ডি ব্রুইনাকে পাওয়ার ব্যাপারে ইন্টার মায়ামি বিশেষ একটি সুবিধাও পাচ্ছে। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) নিয়মের মধ্যে ‘ডিসকভারি রাইটস’ বলে একটি বিষয় আছে। এই নিয়ম অনুসারে কোনো ক্লাব দলে নিতে চায় এমন সর্বোচ্চ পাঁচজনের একটি তালিকা করতে পারে। এ তালিকায় থাকাদের সঙ্গে সবার আগে ওই ক্লাবই যোগাযোগ করতে পারে।

নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, ইন্টার মায়ামির ‘ডিসকভারি রাইটস’ তালিকায় আছেন ডি ব্রুইনা। এর আগে গত গ্রীষ্মে ডি ব্রুইনার আরেক এমএলএস ক্লাব সান ডিয়েগোতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল ডি ব্রুইনার। তবে অর্থনৈতিক কারণে স্পোর্টিং ডিরেক্টর টাইলের হিপস এই প্রচেষ্টা আর সামনে এগোতে দেননি। সে সময় হিপস বলেছিলেন, ‘তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। কিন্তু বেতন আমাদের বাজেটের সঙ্গে যাচ্ছে না।’ তবে সেবার না হলেও এবার হয়তো ইন্টার মায়ামি ঠিকই দলে টেনে নিতে চায় ডি ব্রুইনাকে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**